CMYK

চমক ভরা
ধনতেরস
অফার প্রসারিত হ'ল
১৬ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 19 November, 2020 ■ আগরতলা, ১৯ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৩ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মোদী-বাইডেনের মধ্যে বার্তালাপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে রাজি দু'জনই

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.)।। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আগেই, এবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত জো বাইডেন ফের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এছাড়াও আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত কমলা হ্যারিসকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন মোদী। সূত্রের খবর, কোভিড-১৯ অতিমারী মোকাবিলা থেকে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সমস্যাকে গুরুত্ব দিতে রাজি হয়েছেন মোদী ও বাইডেন।

প্রধানমন্ত্রী নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। ভারত-আমেরিকা যৌথ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করতে আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করেছি। এছাড়াও কোভিড-১৯ অতিমারী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত কমলা হ্যারিসকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন মোদী। কমলা হ্যারিসের সাফল্য অত্যন্ত গর্বের আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী টুইটারে লেখেন, কমলা হ্যারিসের সাফল্য প্রাণবন্ত ভারতীয়-আমেরিকান সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য অত্যন্ত গর্ব এবং অনুপ্রেরণার বিষয়, যাঁরা ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তির উৎস।

কাঞ্চনপুরে ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে পরিস্থিতি থমথমে, অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি

জেএমসি-র আন্দোলনকে সমর্থন বিজেপি ও সিপিএমের, কোণঠাসা আইপিএফটি

আগরতলা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.)।। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে আপত্তির জেরে কাঞ্চনপুরে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি আহূত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার জন্য আগামীকাল সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। যদিও বুধবার ১৪৪ ধারাকে উপেক্ষা করে মানুষ রাস্তায় নেমেছেন এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে মুহুর্মুহু স্লোগান দিচ্ছেন। তাতে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দাবি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন। আন্দোলনকারীরা শান্তিপূর্ণভাবেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিক্রমজিৎ শুক্লদাস বলেন, ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও মানুষের জমায়েত হয়েছে ঠিকই। তবে সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। তাঁর দাবি, দুই সহস্রাধিক মহকুমাবাসী আজ রাস্তায় নেমে স্লোগান দিচ্ছেন। কিন্তু, কোনও ধরনের উশৃঙ্খল আচরণ কেউ করছেন না। তিনি জানান, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য স্থানে স্থানে পুলিশ ও টিএসআর-এর সাথে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে, জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির সদস্য রঞ্জিত নাথের বক্তব্য, অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হলে ত্রিপুরা সরকারকে আমাদের সমস্ত দাবি মানতে হবে। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণভাবেই আমরা আন্দোলন করছি। সরকারকেও আমাদের দাবি পূরণে বিবেচনা করতেই হবে। এদিন, ধর্মঘটের জেরে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারেনি। বাজারহাট, দোকানপাট, অফিস-আদালত সমস্তই বন্ধ। তবে পরিস্থিতি যাতে বিগড়ে না যায় সেজন্য গতকাল রাতে কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক আজ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করেছিলেন।

ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে আপত্তি জানিয়ে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে শাসকদল বিজেপি এবং বিরোধী সিপিএম। আজ বুধবার জেএমসি-র মঞ্চে গিয়ে তাঁরা হাজির হয়েছেন এবং সমর্থন দেওয়ার পক্ষে বক্তব্যও পেশ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে রাজনীতির নতুন সমীকরণ দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই, জেএমসি সদস্যদের মনোবল আজ আরও শক্তিশালী হয়েছে। তবে একঘরে হয়ে গেছেন স্থানীয় আইপিএফটি-র বিধায়ক প্রেমকুমার রিয়াং। শরণার্থীদের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন, এমন অভিযোগ খণ্ডন করে তাঁর দাবি, রাজনৈতিক চালের স্বীকার হয়েছি। মানবিক দৃষ্টিতে ব্রু-দের পাশে দাঁড়ানোয় আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে। ব্রু শরণার্থী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুঙ্গিয়াকামীর প্রত্যন্ত গ্রামে ঘরে ঘরে সর্দি, কাশি, জ্বর দুজনের মৃত্যুতে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ নভেম্বর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীনে নুনাছড়া এডিসি ভিলেজের প্রজা বাহাদুর মলসুম পাড়ায় ঘরে ঘরে সর্দি কাশি জ্বর এবং গলা ব্যথা নিয়ে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছেন বিনা চিকিৎসায় শিশু থেকে বয়স্ক এলাকাবাসী। বেশ কিছুদিন ধরে এ ঘটনা ঘটে থাকলেও হেলদোল নেই স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের। এমনকি খবর নেই তেলিয়ামুড়া মহকুমা চিকিৎসা আধিকারিক এর দপ্তরেও।

যার খেসারত দিতে হয়েছে ওই এলাকার ১৫ বছর বয়সের এক যুবতীকে। দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় বিনাচিকিৎসায় ঘরে পরে থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করল এই যুবতী গত ১৫ ই নভেম্বর। শুধু তাই নয় জ্বর সর্দি কাশি এবং গলা ব্যথা নিয়ে দীর্ঘদিন বিনাচিকিৎসায় ঘরে পড়ে থেকে আগর নন্দ মলসুম নামে এক ৭০ বছরের বৃদ্ধও প্রাণ হারায় এর মধ্যেই।

কিন্তু এতো কিছু হয়ে গেলেও ওই এলাকায় থাকা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীরা কোন কিছুর খবরই রাখেনি। এমনকি ওই এলাকায় অবস্থানরত আশা কর্মী তার নিজের কাছেও এমন কোনো খবর নেই। এদিকে দু-দুটি মৃত্যুর পর গোটা এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই করোনা মহামারী ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। এছাড়া ওই এলাকার জুম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণ, ব্যাঙ্গালুরু থেকে আসামীকে ধরে আনল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার রাঙ্খল পাড়ায় নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত বিজু রাংখলকে পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। পুলিশ রিমান্ডে এনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে জঙ্গল পাড়ার এক নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে বিজু রাংখল নামে ওই যুবক।

তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ করে। পরবর্তী সময়ে সামাজিক স্বীকৃতির দাবি জানালে ওই যুবক তা অস্বীকার করে। এমনকি বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ।শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে অভিযুক্ত যুবকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরীর দাবীতে শিক্ষা ভবনের সামনে গণঅবস্থান বিএড উত্তীর্ণ বেকারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। বেকার সমস্যা রাজ্যে চরম আকার ধারণ করতে চলছে। আর বেকারদের পরিসংখ্যান শীত নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে রাজ্যের আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ যতটাই লুকানোর চেষ্টা করুক না কেন, আন্দোলনের দিকে ছুটছে রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা। কারণ বেকার সমস্যা রাজ্যে দীর্ঘ দিনের সমস্যা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্যের মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয় খুব শীঘ্রই এস টি জি টি এবং এস টি পি জি টি পদে ১৭৫ এবং ৬৫ জন নিয়োগ করা হবে। কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য শূন্যপদ সহ ১০,৩২৩ জন শিক্ষকদের মধ্যে চাকরিচ্যুত হওয়া প্রায় ৪৪৪৫ টি পদ পূরণ করার দাবি জানিয়ে বুধবার শিক্ষা দপ্তরের সম্মুখে গণঅবস্থানের বসে বিএড উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা।

সেসব ছাত্রছাত্রীরা জানায় সরকার যদি অবিলম্বে রাজ্যে শিক্ষা দপ্তরের শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে সে সব ছাত্র-ছাত্রীরা। পাশাপাশি আরও প্রতিবাদ জানিয়ে বি এড উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা জানায়, সরকার ৪৪৪৫ টি শূন্যপদ পূরণে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে দেখা যায় সাধারণ ক্যাটাগরির ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন আসন নেই।

সাধারণ ক্যাটাগরির ছাত্রছাত্রীদের জন্য শূন্য পদ ত্যাগ করতে হবে বলে দাবি জানান। পরে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি প্রতিনিধি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লিঙ্গের আনুপাতিক হারে দেশে শীর্ষস্থান অরুণাচল, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের

গুয়াহাটি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.)।। লিঙ্গের আনুপাতিক হারে সারা দেশের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিন রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরাম শীর্ষে রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা বেশি বলে রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতি একহাজার পুরুষের তুলনায় অরুণাচল প্রদেশে ১,০৮৪ জন, নাগাল্যান্ডে ৯৬৫ জন এবং মিজোরামে ৯৬৪ জন মহিলা রয়েছেন। ওই রিপোর্টটি তৈরি করতে সহায়তা করেছে দেশের রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং সেন্সাস কমিশন।

সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম-এর রিপোর্ট বলেছে, চতুর্থ স্থানে রয়েছে কেরালা। ওই রাজ্যে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা ৯৬৩ জন। নথিভুক্ত ঘটনায় জন্মের সময় লিঙ্গের সর্বোচ্চ আনুপাতিক হার বিবেচনা করে অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং কেরালা-র রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। ২০১৮ সালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহীদ বিএসএফ জওয়ানের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক দিলেন সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। সম্প্রতি কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার মাছিল সেক্টরে জঙ্গিদের সঙ্গে এনকাউন্টারে শহীদ হন রাজ্যের বীর সন্তান সুদীপ সরকার। বুধবার রাজ্যের বীর সন্তান শহিদ সুদিপ সরকারের ধলেশ্বর ১৮ নং রোডস্থিত বাড়িতে যান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সাথে ছিলেন সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অসিম সাহা সহ অন্যান্যরা। শহিদ জওয়ানের বাড়িতে গিয়ে পরিবার পরিজনদের সাথে কথা বলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। শহিদ জওয়ানের পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক শহিদ জওয়ানের মা ও স্ত্রীর হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। পরে তিনি সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী সুরক্ষার দাবীতে এসপি-কে ডেপুটেশন গণতান্ত্রিক নারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। রাজ্যের নারী সুরক্ষার দাবিতে বুধবার সারা রাজ্যের সাথে পশ্চিম জেলাতেও ৩ টি মহকুমা নারী সমিতির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলটি শেষ হয় পুলিশের সদর কার্যালয় সম্মুখে বিক্ষোভ দেখায় প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। সেখানে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় নারী সমিতির পশ্চিম জেলা কমিটির নেতৃত্বেরা।

পরে একটি প্রতিনিধিদল পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার মানিক দাসের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ডেপুটেশনের পর নারী সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা ঝর্ণা দাস বৈদ্যের জানান, নারীদের সুরক্ষার স্বার্থে গোটা রাজ্যে সমস্ত মহকুমায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হচ্ছে। নারীদের সুরক্ষার বিষয়ে বর্তমান সরকারের কোনো রকম দায়িত্বের কথা মাথায় রাখছে না। প্রতিদিন রাজ্যে কোন না কোন প্রান্তে নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। ৬ বছর শিশুকন্যা থেকে শুরু করে ৯০ বছরের বৃদ্ধা এই নরকীয় ঘটনা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। পাশাপাশি গৃহবধূ খুনের ঘটনা রাজ্যে বেড়ে চলেছে। এ বিষয়ে রাজ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে মহিলা স্বাস্থকর্মীকে গণধর্ষণ অভিযুক্ত গাড়িচালক সহ তিনজন পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে স্বাস্থ্যকর্মীকে অপহরণ করে ধর্ষণ করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে ইরানের থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে কৈলাশহর হাসপাতালে কর্মরত এক স্বাস্থ্যকর্মী বিকেল চারটে নাগাদ ডিউটি শেষ করে কৈলাশহর থানার সামনে থেকে গাড়িতে উঠে বাড়িতে যাওয়ার জন্য। গাড়িতে ওঠা অন্যান্য যাত্রীরা রাস্তায় নেমে গেলে গাড়িচালক গাড়িটি নির্দিষ্ট রাস্তায় না নিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন গাড়িতে থাকা ওই স্বাস্থ্যকর্মী গাড়িচালককে জিজ্ঞাসা করলে চালক জানায় সহজ রাস্তা দিয়ে তাকে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দেবে।

কিছুক্ষণ বাদেই ওই গাড়িটি জঙ্গল পথ ধরে নির্জন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়।সেখান থেকে ওই স্বাস্থ্যকর্মীকে টেনে বলপূর্বক জঙ্গলে নিয়ে যায়। তিনজন মিলে তাকে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে ধর্ষিতা স্বাস্থ্যকর্মী ইরানি থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করে। ধর্ষিতা স্বাস্থ্যকর্মী আরো জানিয়েছে অভিযুক্তরা তাকে প্রাণনাশ করার হুমকিও দিয়েছে। ঘটনাটি কাউকে জানালে তাকে হত্যা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মী ধর্ষিত হওয়ার অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ নড়েচড়ে বসে।

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।এই ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই কৈলাশহর সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।উল্লেখ্য রাজ্যে নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণের ঘটনা প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে।রাজ্যে নারী নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রাধানগরে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহায়তার দাবীতে সিপিএমের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার রাধানগরের কাঠালতলী এলাকায় গতকাল রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে বেশ কিছু বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র করের নেতৃত্বে দলের এক প্রতিনিধি দল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বুধবার সকালে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেন। কিভাবে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

সেখান থেকে ফিরে এসে সিপিআইএমের এই প্রতিনিধি দলটি সদর মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে মহকুমা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি জানান।এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণধর্ষিতা দুই মহিলার বাড়িতে গেলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৮ নভেম্বর।। বহিরাজ্যে চুরাইবাড়ি থানাধীন শনিছড়া এলাকার মাঝবয়সী দুই মহিলা গনধর্ষিতার বাড়িতে গেলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। ঘটনার সঠিক তদন্তক্রমে ধর্ষনকারীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,দীপাবলি তথা কালী পূজার রাতে চুড়াইবাড়ি থানাধীন শনিছড়া এলাকার ২ মাঝবয়সী মহিলা গণধর্ষণের শিকার হন পার্শবর্তী রাজ্য অসমে। ঘটনাটি সংঘটিত হয় অসমের করিমগঞ্জ জেলার নিলাম বাজার এলাকায়। ধর্ষিতার অভিযোগ,গত ১৩ নভেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার উত্তর জেলার চুড়াইবাড়ি থানা এলাকার শনিছড়ারর ২ মাঝবয়সী মহিলা অসমের শিলচর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত নিজের মাকে দেখতে যায়। মাকে দেখার পর শিলচর মেডিকেল কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার উদ্যেশ্যে সন্ধ্যা নাগাদ একটি অলটো ইন্ডিকা গাড়ি ভাড়া করে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

মাঝ রাস্তার গাড়ির চালক কুমতলব করে গাড়িটি ভুল রাস্তায় নিয়ে গিয়ে রাত্রি ১ টার সময় করিমগঞ্জ জেলার নিলাম বাজার এলাকার একটি নির্মীয়মান ঘরে দুই যুবতীকে বলপূর্বক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি কার্যকর্তাদের ভোকাল টনিক বিপ্লবের

বিজেপি মোর্চা বনমালীপুর মণ্ডলের নবম কার্যকারিনী বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

৩০-৩৫ বছর ত্রিপুরায় অন্য কোনও পার্টির ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা নেই

আগরতলা, ১৮ নভেম্বর (হি. স.)।। আগামী ৩০-৩৫ বছর ত্রিপুরায় অন্য কোনও পার্টির ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা নেই, বিজেপি কার্যকর্তাদের ভোকাল টনিক দিলেন বিপ্লব কুমার দেব। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ২০২৩-এ ভারতীয় জনতা পার্টির সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা কোন রাজনৈতিক দলের নেই।

আজ ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা বনমালীপুর মণ্ডলের নবম কার্যকারিনী বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ওই বৈঠকে তিনি বলেন, সমস্ত কার্যকর্তাদের মনে রাখতে হবে, সংগঠনে শর্টকাট বলে কিছু হয় না। ফলে, আমাদের কাজ হবে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা। সাথে তিনি যোগ করেন, সংগঠন মজবুত করার পাশাপাশি কার্যকর্তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাজও করতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের এটা বুঝে নিতে হবে, আমরা কী শুনতে চাইছি। তাঁর কথায়, আমরা যা শুনতে চাইব তাই শুনতে পাব।

তাঁর পরামর্শ, কী পেয়েছি আর কী দিয়েছি এই হিসেব করবেন না। যাঁরা এই হিসেব করতে যাবেন তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেন, বনমালীপুর মণ্ডল এলাকার সমস্ত বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সম্বলিত ছবি পৌঁছে দিতে হবে। তবে, এখানেই থেমে গেলে চলবে না, সে-কথাও মনে করালেন তিনি। তাঁর কথায়, আরও একটি কাজ মহিলা মোর্চার কার্যকর্তাদের গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। বমমালীপুরে মোট ১৬ হাজার ৭৫৬টি পরিবার রয়েছে। প্রতি তিনটি পরিবার পিছু একটি পরিবারের মহিলাকে সংগঠনে শামিল সুনিশ্চিত করতে হবে। তাতে হিসেব করলে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৫ হাজার ৫৮৫ জন। তাঁদের এককাট্টা করার কাজ করতে হবে, নির্দেশ দেন তিনি।

বিপ্লবের সাফ কথা, যারা বিজেপির সমালোচনা করে চেঁচায় তারা সব সিপিএমের ক্যাডার। কমিউনিস্টদের সর্বকালের কর্মী। তাদের পেশাই হল রাজনীতি। সেই রাজনীতি করে তারা পেট চালায়। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি করে কেউ নিজের পেট চালান না। তাঁদের অন্য পেশা রয়েছে, তারপর তাঁরা রাজনীতি করেন, সুর চড়িয়ে বলেন তিনি।

তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, এত দিন কমিউনিস্টদের লোকজন চাঁদা তুলে পেট চালাতো। আমাদের সরকার ওই চাঁদাবাজদের রোজগার দেওয়ার জন্য আসেনি। তিনি জোর গলায় দাবি করেন, আমাদের সরকার এসেছে যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৪৩ ▫ ১৯ নভেম্বর ২০২০ইং ▫ ৩ অগ্রহায়ণ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আন্তর্জাতিক সীমান্তে আরো সুরক্ষা জরুরী

সীমান্ত চোরাচালান আতঙ্কের অন্যতম নাম হিসেবে পরিচিত হইয়াছে। ভারত-বাংলাদেশের জন্য শব্দ দু'টি অজান্তে যেন সমার্থবোধক হইয়া উঠিয়াছে। এর কারণ অনেক। প্রথম কারণ দু'টি দেশের অতীত এক। একটিই দেশ ছিল ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। মূলত ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গ নামক প্রদেশটি দু'ভাগ হওয়ার পরিণামেই এই দু'টি প্রতিবেশী দেশের সৃষ্টি হয়। পূর্ববঙ্গ অবশ্য মাঝে প্রায় ২৪ বছর (১৯৪৭-৭১) পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ মাত্র সিকি শতকের ব্যবধানে ভূখণ্ডটিকে তিনটি পৃথক জাতীয় পরিচয় বহন করিতে হইয়াছে। সত্যিই নামে কিছু যায় আসে না। ভূখণ্ড, মানুষ, মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি তো বদলায়নি। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ,গঅসম, মেঘালয়, মিজোরাম প্রভৃতি পাঁচটি ভারতীয় রাজ্যকে ছুঁয়ে রহিয়াছে বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্ত। দু'দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪,১৫৬ কিমি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তটিই সবচেয়ে দীর্ঘ। ২,২১৭ কিমি। এরপর দীর্ঘ সীমান্ত ত্রিপুরার দিকে। ৮৫৬ কিমি। অসমে সীমান্ত দৈর্ঘ্য ২৬২ কিমি। মেঘালয় ও মিজোরামে সীমান্ত রয়েছে যথাক্রমে ৪৪৩ কিমি ও ১৮০ কিমি। ভারতের পূর্ব সীমান্তের এই যে পাঁচটি রাজ্যের কথা

বলা হইয়াছে তাহাদের লাগোয়া বাংলাদেশি এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতি একেবারেই অভিন্ন। বেশিরভাগ অংশের মানুষ মূলধারার বাংলাভাষায় কথা বলে। বাদবাকি অংশে আঞ্চলিক উপভাষা চলে। সীমান্তে ধর্ম ও সংস্কৃতিও মিশ্র। হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভিতরে আদান-প্রদানের ভাবটি এই অঞ্চলজুড়ে অতি প্রাচীন। এই দীর্ঘ সীমান্তের ৩০০৬ কিমি অংশে কাঁটাতার দেওয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভারত ও বাংলাদেশের নিজস্ব পৃথক সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা আছে।

তার পরেও সীমান্ত এলাকার মানুষের মধ্যে কিছু সাধারণ মিল রহিয়াছে। দু'পারেই সীমান্তবাসীদের বেশিরভাগই গরিব। সবচেয়ে বেশি মিল দু'পারের এই মানুষগুলির প্রয়োজনে। চাল ডাল আলু পেঁয়াজ তেল নুন ওষুধ প্রভৃতি বহু প্রয়োজনেই বাংলাদেশের মানুষ ভারতের উপর আজও অতি মাত্রায় নির্ভরশীল। এপারের কিছু গরিব মানুষ এটাকেই সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করিয়াছে। গবির মানুষের একাংশ চোরাচালানকেই একটি স্বাভাবিক ‘পেশা' হিসেবে মনে করিয়াা আসিয়াছে। সীমান্তবাসীদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা ছাড়া চোরাচালান বন্ধ করা অসম্ভব। কিন্তু দু'পক্ষের ‘কমন ইন্টারেস্ট' এরকম হইয়া থাকায় সেই সহযোগিতা পাওয়া দুষ্কর। সবচেয়ে সমস্যা হইলশুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আদান-প্রদানে চোরাচালান সীমাবদ্ধ নেই। এটি সীমাবদ্ধ নেই কিছু গরিব মানুষের মধ্যেও। গরিব মানুষগুলি সস্তার বাহক হিসেবেই ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাণ হাতে নিয়েই চোরাচালান চালাইয়া যাইতেছে তাহারা। তাহাদের ব্যবহার করিতেছে মাফিয়া গোষ্ঠী। তাহারা এক একটি টাকার কুমির! মাফিয়াদের আসল লক্ষ্যসোনা, ডলার, ইউরো, জাল ভারতীয় টাকা, হেরোইন-সহ বহুমূল্য মাদক, বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক এবং গোরু চোরাচালান।

আর এর ফাঁকে চলে মানব পাচার। মানব পাচার চক্রটি সবচেয়ে উদ্বেগের একটি বিষয়। এই সূত্রে শুধু নারী পাচার হয় না, কুখ্যাত জঙ্গিরাও ভিজে বেড়ালের রূপ ধরে চলাচল করে। এর পিছনে নিশ্চিত হাত থাকে পাকিস্তানের। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে এঁটে ওঠা কঠিন হইলে পাক সেনা এবং আইএসআই বাংলাদেশ করিডরকে টার্গেট করে। ভারতের কাশ্মীর-নীতিতে বদল ঘটিতেই পাকিস্তানের এই টার্গেট আরও মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।তবে এটি নিশ্চিত যে সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র থাকিলে এই জিনিস চলিতে পারিত না। বিশেষ করে বিএসএফের সকলে যদি কর্তব্যপরায়ণ হইত, তাহা হইলে মাফিয়ারা হাজার ধুরন্ধর হইলেও এই পাপ কাজ চালাইতে পারিত না। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির অতি সক্রিয়তা এখন এক প্রমাণিত সত্য। তাই সীমান্ত নিরাপত্তা অবিলম্বে আরও নিশ্ছিদ্র করিয়া ফেলা জরুরি। সীমান্ত সুরক্ষা আরো কঠোর না করিলে সীমান্তে অপরাধপ্রবণতা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করিতে পারে। সেই কারণেই সীমান্ত সুরক্ষা জরুরী হইয়াা উঠিয়াাছে।

লাউদোহায় বিজেপিকর্মী খুনে ধৃত মা ও দাদা সহ ৩ জন

দুর্গাপুর, ১৮ নভেম্বর(হি.স.): দুর্গাপুরে বিজেপিকর্মীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হল মা ও দাদা সহ ৩ জন। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম সুলোচনা শোঁ মৃত স্বরূপ শোঁ য়ের মা, অরূপ শোঁ দাদা। এছাড়াও শেখ ইব্রাহিম নামে আর একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার তাদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন।

উল্লেখ্য, গত ৯ নভেম্বর লাউদোহার প্রতাপপুরে স্বরূপ শোঁ নামে এক বিজেপিকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তার আগের দিন থেকে নিখোঁজ ছিল ওই যুবক। স্বরুপ

শোঁ দুর্গাপুর ১ নম্বর ওয়ার্ডের পারুলিয়া এলাকার বাসিন্দা। মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর।

প্রতিবাদের সরব হয় বিজেপি। তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তোলে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলে। এবং সিবিআই তদন্তের দাবী তোলে বিজেপি। ঘটনার অপরাধীদের শাস্তির দাবীতে দুর্গাপুর এডিপিসি অফিস ঘেরাও করে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি''র রাজ্য সহ সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও গোড়া থেকে রাজনীতির রং লাগানোর অভিযোগ তোলে তৃণমূল। আবার আশ্চর্যরকম ভাবে মৃত্যু''র রহস্য ভেদ থেকে এড়িয়ে চলেন পরিবারের লোকজন। এমনকি মৃতের মা ও দাদা''কে ছেলের মৃত্যু''র জন্য সমবেদনা দেখাতে গেলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়। পারিবারিক বিবাদের কারণে মৃত্যু হয়েছে এমনই সন্দেহে মৃতের খুড়তুতো ভাই অভিজিৎ শো পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ বছর আগে স্বরুপবাবুর বাবার মৃত্যু হয়। তাদের জমি জায়গা রয়েছে। কয়েক বছর আগে জমি বিক্রি করে মোটা অঙ্কের টাকা পায় স্বরুপের মা ও ভাই। কিন্তু স্বরুপ ব্যাবসা করার জন্য টাকা চাইতেই শুরু হয় সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি চলতেই থাকে সংসারে। এর পরেই হঠাৎই স্বরুপবাবুর রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৬ নভেম্বর

পুলিস তদন্তে নেমে এলাকার সুদয় মহন্ত নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে। আদালতে তাকে ১০ দিনের নিজ হেপাজতে নেয় পুলিশ। শুরু হয় রহস্য উদঘাটনের কাজ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মৃতের মা ও দাদা সহ ওই থানা এলাকার এক যুবক সেখ ইব্রাহিমের নাম জানতে পারে। জানা যায় সুলোচনাদেবী এক লক্ষ টাকার চেক দিয়েছিল সুদয় মহন্তকে। কেন দিয়েছিলো সে বিষয়টি এখনও প্রশ্ন রয়েছে। পুলিস সুদয়ের মোবাইল ফোন থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। ওই চেকটি সহ ব্যঙ্কের অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করে পুলিস। তাকে গ্রেপ্তার করে স্বরুপবাবুর মা ও দাদা সহ আরও ইব্রাহিমের নাম পায়। অভিযোগ উঠেছে, স্বরূপকে খুনের জন্য সুপারিকিলার ব্যাবহার করা হয়েছিল। তারপরই মঙ্গলবার তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের এদিন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত মৃতের মা ও দাদা''কে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন এবং খুনে অভিযুক্ত অপর এক যুবক সেখ ইব্রাহিম''কে তিন দিনের পুলিসি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জিতেন্দ্র তিওয়ারী বলেন, বিজেপি বারে বারে মৃত্যু ঘিরে নোংরা রাজনীতি করে। তার প্রমান পাচ্ছে। দেখছে সাধারণ মানুষ। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যে খুন ও ধর্ষণ সহ দুষ্কৃতিমূলক কাজকর্ম বেড়ে গিয়েছে সেগুলি তাদের নজরে পড়ে না।'

কোভিডের কার্যকর টিকা প্রস্তুত হলেই কি অতিমারী নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে ?

শোভনলাল চক্রবর্তী

ইতিমধ্যে পৃথিবী জুড়ে প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত। যার মধ্যে মারা গেছেন এগারো লক্ষের ওপর। ভারতবর্ষে এই সংখ্যাটা যথক্রমে প্রায় আশি লক্ষ আর সোয়া লক্ষ আর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ এবং সাড়ে ছ'হাজার যথাক্রমে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছেন, পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে, বিশেষত উত্তর গোলার্ধে কোভিড অতিমারী আগামী কয়েকমাসে আরো জটিল অবস্থায় যেতে বসেছে, বহু জায়গায় জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়ার মুখে। পৃথিবীর সর্বমোট জিডিপি এই ২০২০ সালে একলাফে ১০ শতাংশ কমা, যা আধুনিক মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বকালীন রেকর্ড। এই আতঙ্ক নিয়ে বাঁচতে বাঁচতে কোভিডের হাত ধরে এগিয়ে আসছে বিশ্ব জুড়ে মানসিক অস্বাস্থ্যের সমস্যা। নানা সমাজিক নিষেধাজ্ঞা মূলত তিনটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে—কায়িক শ্রমের অভাব, সামাজিক মেলামেশায় বাধা, জরুরি পরিষেবা ছাড়া অন্যান্য পরিষেবার অপ্রতুলতা। প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনযাপনের ছন্দপত, পরিচিত বিনোদনের অভাব, বহু রুজি-রোজগারহীন মানুষের তাদের পরিবার থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হওয়া তীব্র মানসিক অবসাদ এবং আতঙ্কের জন্ম দিচ্ছে। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রবীণ মানুষ, অন্য দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় আক্রান্ত রোগী এবং স্বাস্থ্যকর্মী বা পুলিশের মতো জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী। স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে করা এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ৯০ শতাংশ-এর মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। আতঙ্ক আর অবসাদে বিমূঢ় সাধাণর মানুষ মরিয়া প্রশ্ন করছে, এর পর কী? একই সংশয়, প্রশ্ন বিজ্ঞানী থেকে রাষ্ট্রপ্রধানের, শিল্পপতি থেকে আন্তর্জাতিক নিয়ামক সংস্থার যাঁদের মতামতের ওপর পৃথিবী তাকিয়ে থাকে। প্রশ্নটি এই সার্বিক স্থবিরতা থেকে মুক্তি প্রসঙ্গে। আর তাই প্রশ্নটি যে দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা হোক না কেন, শেষপর্যন্ত তা এসে পৌঁছচ্ছে নির্দিষ্ট ওষুধ এবং প্রতিষেধর সংক্রান্ত দুশ্চিন্তায়। সাধারণ সর্দি থেকে মারণ এডস —ভাইরাস ঘটিত রোগের কার্যকর ওষুধ সম্পর্কে আমাদের যেহেতু অদ্যাবধি ভাল নয়, তাই মূল আগ্রহ এবং আশা সাবধানী বাঁধ হিসেবে টিকাকে কেন্দ্র করেই। পৃথিবী জুড়ে বর্তমান প্রায় ৩৫টি কোভিড টিকা পরীক্ষার প্রায় চূড়ান্ত স্তরে রয়েছে। মডেরনা, সিনোফেরক, এস্ট্রাজেনেকা এবং আমাদের দেশের ‘ভারত বায়োটেক' মানুষের ওপর পরীক্ষা দ্রুত গুটিয়ে আনার মুখে। বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন

আগামী বছরের গোড়ার দিকে এর মধ্যে অন্তত একটি সংস্থার টিকা ব্যবহার করার উপযোগী হয়ে যাবে। কিন্তু কার্যকর টিকা প্রস্তুত হয়ে গেলেই অতিমারী নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে, এমন সহজ সরল স্বপ্ন দেখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ বিজ্ঞান তার দায়িত্ব পালনের পর আসরে নামকে অনিবার্য রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি। পৃথিবীজোড়ে সংক্রমণের স্রোত রোখার জন্য অন্তত ৭০ শতাংশ বিশ্ববাসীর টিকাকরণ প্রয়োজন---সংখ্যাটি প্রায় ৫.৬ বিলিয়ন। এদের মধ্যে প্রথম প্রতিধেষক লাভের সুযোগ কারা পাবেন, কোন দেশের, কোন পেশার বা কোন ক্রময়ক্ষতার মানুষ। এখানেই রাজনীতি। মানবস্বাস্থের সার্বিক কল্যাণের পথে কুৎসিত রাজনীতিকে বাধা হয়ে উঠতে আমরা বহুবার দেখেছি। ২০০9 সালে প্রায় দু'লক্ষ নব্বই হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের আক্রমণে। সাত মাসের মধ্যে এর একটি টিকা আবিষ্কার হয়েছিল। ধনী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের দেশবাসীর জন্য সেই টিকা প্রাথমিকভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। পরে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কিছু তথাকথিত উন্নত রাষ্ট্র নিম্ন ও মধ্য উপার্জনক্ষম রাষ্ট্রের প্রতি বদান্যতা দেখাতে রাজি হয়। কিন্তু তখনই প্রমাণিত হয়, আপৎকালীন টিকার সরবরাহকে প্রয়োজনভিত্তিক করার মতো ঔদার্য আমাদের পৃথিবী এখন অর্জন করতে পারেনি, সেটি নির্ধারণ করছে রাষ্ট্রে ক্রয়ক্ষমতা। আমাদের দেশও সেই অব্যবস্থার শিকার। ১৯৫০ সালে পোলিও প্রতিষেধক প্রস্তুত হয়ে গেলেও আমরা সেটির সার্বিক ব্যবহারের সুযোগ পাই ১৯৬৪ সাল থেকে। তারপর প্রায় অর্ধশতকের চেষ্টায় ভারত আজ পোলিও মুক্ত দেশ। সুতরাং কোভিড টিকা নিয়ে রাজনীতির নোংরা হস্তক্ষেপ অনিবার্য। এই রাষ্ট্রনৈতিক আগ্রাসনের গালভরা নাম প্রতিষেধক স্বাদেশিকতা। বর্তমানের টিকার চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জাপান এবং কানাডা টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির সঙ্গে আগাম চুক্তিবদ্ধ। বলা হচ্ছে, বিশ্বের ১৩ শতাংশ মানুষের জন্য প্রায় ১.৩ বিলিয়ম ডোজ টিকা ইতিমধ্যেই সংরক্ষিত। একা ইংল্যান্ড, প্রস্তুত হওয়ার আগেই যত পরিমাণ টিকা কিনে রাখতে চাইছে, তা সংখ্যা হিসেবে তাদের দেশবাসীর প্রত্যেকের পাঁচটি করে ডোজ। প্রতিষেধক প্রস্তুতির দৌড়ে সামনের সারিতে থাকা একাধিক সংস্থার সঙ্গে ধনী দেশগুলি চুক্তি করে রাখছে, যাতে একটি সংস্থা ব্যর্থ বা বিলম্বিত হলেও তাদের দেশবাসীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর বলেছেন, সমগ্র মানবজাতির জন্য যথেষ্ট সংখ্যক টিকা যতদিন না প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে, ততদিন অবধি টিকাকরণের বিষয়ে আমাদের দুটি বিকল্পের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে---কিছু দেশের সব মানুষকে অথবা সব দেশের কিছু মানুষকে প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। সুস্থ বুদ্ধি যে দ্বিতীয় বিকল্পের দিকে আঙুল তুলবে সন্দেহ নেই। আশা করা যায় ধনী দেশগুলি এই প্রস্তাব মেনে নেবেন। কিন্তু কেন মেনে নেবেন? শুধু নৈতিকতার কথা বললে হয়ত আধুনিক কালের সরেস রাষ্ট্রপ্রধানরা হয়ত তাকে সেকেলে চিন্তা বলে আগ্রহ্য করবেন। তাঁদের জন্য চাই কিছু কঠোর বৈজ্ঞানিক তথ্য। তাঁদের জন্য দরকার যে প্রস্তুতি পর্বের শেষ পর্যায়ে রয়েছে যে টিকাগুলি, তাদের কার্যকারিতা কতদিনের, আজীবন না মাত্রই কয়েক মাস বা বছরের, সে সম্পর্কে এখনো কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চেষ্টা হবে যত কম সময়ের মধ্যে যত বেশি সংখ্যাক মানুষকে টিকারকণ করা যায়। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর টিকা উৎপাদন কেন্দ্রগুলির যে ক্ষমতা, তাতে প্রতিষ্ঠিত টিকাগুলি প্রয়োজনীয় সংখ্যায় প্রস্তুত করার পর নতুন কোনো টিকা এক লক্ষ কোটি (এক বিলিয়ন) ডোজ তৈরি করতে ২০২২সাল অবধি সময় গড়িয়ে যাবে। পৃথিবীর বৃহত্তম টিকা উৎপাদন কেন্দ্র, পুণের সিরাম ইনস্টিটিউট বছরে ১.৫ বিলিয়ন ডোজ টিকা প্রস্তুত করে, তারা জানিয়েছে ২০২৪ সালের আগে বিশ্বের সকলের জন্য, মানে আনুমানিক ৫.৬ বিলিয়ন ডোজ, কোভিড টিকা তৈরির ক্ষমতা পৃথিবীর নেই। তা হলে হিসেবটা কী দাঁড়াল? যদি ধরে নেওয়া যায় ২০২১ সালের প্রথমার্ধে সব স্বার্থপর মার্কিনীরা নিজেদের মতো টিকাকরণ করে নেয়,তাহলেও কিন্তু তারা মোটেও নিরাপদ থাকতে পারছে না। কারণ আমরা জানি না সেই টিকাকরণ তাদের ২০২৪ সাল অবধি রোগ প্রতিরোধী করে রাখতে পারবে কিনা। আর তা যদি না পারে, তাহলে অন্যত্র রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন বা রোগাক্রান্ত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই ভুবনগ্রামে তাদের রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যথেষ্টই । এখানে একটি বিষয় খেয়াল না করে উপায় নেই, কোভিড আমাদের চিরন্তন কিছু সত্য বা মূল্যবোধে ফিরে আসতে বাধ্য করেছে। কোভিড বড় বিপদেই একক লড়াই কার্যকর নয়, লড়তে হবে যৌথভাবে দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা আর্থিক অবস্থার বেড়াকে অস্বীকার করে। কোভিড শেখাচ্ছে, মানুষের স্বাস্থ্য বা চিকিৎসার অধিকার তার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা বিচার্য হতে পারে না। কোভিড প্রতিষ্ঠিত করছে, রাষ্ট্রে সংকীণ স্বার্থবোধ শেষ পর্যন্ত বাস্তব বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেই বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। মৃত্যু আর ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানবিক আজকের পৃথিবীর এর বড় অর্জন। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে কোভিড হয়ত পৃথিবীর আরো বড় কোনো সর্বনাশের সূচনা মাত্র। জীবজগতে উপস্থিত প্রায় সাত লক্ষ রোগ সৃষ্টিকরৈী ভাইরাস আমাদের পরিচিত। এর মধ্যে যে কোনো একটি যে কোনো সময়ে আঘাত হানতে পারে মানুষকে। যদি এমন হয় যে সে ভাইরাসের সংক্রমণ ক্ষমতা কোভিডের মতো আর মারণ ক্ষমতা ইবোলার মতো, তবে মানুষ আরো এক বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। তেমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য পৃথিবী মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন খুব জরুরি, পরিভাষায় যাকে বলে ‘রিটার্ন টু বেসিকস'।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সুখের সন্ধান

প্রমথরঞ্জন ভট্টাচার্য

“নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?” - মানব মনের এই প্রশ্ন এবং সুখের সন্ধান, সভ্যতার উন্মেষের পর থেকে মানুষের দীর্ঘকালের। শারীরিক, মানসিক, জাগতিক, সার্বিক সুখের সন্ধানে মানুষ সদা সর্বদা রত। যেদিন থেকে মানুষের ইন্দিয়ানুভূতির উপলবধি প্রবল থেকে প্রখর হয়েছে, সেইদিন থেকে এই প্রশ্ন মানুষকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। একদিন মানুষের লক্ষ্য ছিল নির্মম প্রকৃতির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা। আহার, বাসস্থান আর সঙ্গী-সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়া। তারপর মানুষ দলবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ থেকে সমাজবদ্ধ হতে শিখল। মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন ও ওজন বৃদ্ধি পেল, বৃদ্ধির বিকাশ ঘটল উন্নত মননশীলতার অধিকারী হল। মানুষের মধ্যে জাগল অধিকার বোধ। মানুষ আত্মপর ভেদ করতে শিখল। স্বার্থন্বেষি হতে শিকল, সঞ্চয় ও মজুতের স্পৃহা জাগল। আমার এবং নিজের সম্বন্ধে সচেতন হতে শিখল। প্রয়োজনের অতিরিক্তের জন্য তাগিদ ও লোভ বাড়ল। সেই লোভের পদক্ষেপ ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে মানুষের মধ্যে সামর্থের এবং মূল্যায়নের ভেদাভেদ সৃষ্টি করল। মানুষ করায়ত্ত করতে ও কুক্ষিগত করতে শিখল। সমাজে ও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বৈষম্য ও বিভেদের সৃষ্টি হল। নানা রকমের সুখের অনুভূতি ও অভিলাষ তীব্র প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল। “সুখ”, “সুখ” করে মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কিন্ত, সুখের উপায় কি, সুখে থাকার পথ কি? অসামান্য রূপসী ও বিদূষী রাজকুমারী রট্টা যশোধরা বৌদ্ধমঠের প্রধান ভিক্ষুকে প্রশ্ন করেছিলেন- সুখে থাকার উপায় কি? উত্তরে প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর শাশ্বত সনাতন উপদেশ - “মন হইতে প্রবৃত্তির উৎপত্তি, মনকে নিষ্কলুষ রাখিও সুখ ছায়ার মত তোমার পিছনে থাকিবে।” শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : কালের মন্দিরা)। কবি কামিনী রায়ের হিতোপদেশ- “সুখ” ”সুখ” করি কেঁদো না আর; যতই কীদিবে, যতই ভাবিবে, ততই বাড়িবে হৃদয় ভার। কবির মতে বরং আপনার কথা ভুলে, পরের স্বার্থে মন দেওয়া ভালো। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতে “... সুখ কেবল ফাকি” এবং ”পরকে সুখী করেই প্রকৃত সুখ।” অনেকের মতে টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায় না। ... টাকা দিয়ে তারা অসুখ কেনে, তখন আসে ডাক্তারবদ্যি, ওবুধপত্তর। হয়ত রোগ সারে, কিন্তু সুখ আসে না। আবার “মোহর এক জিনিষ, মনেরবালে নি লাগিয়েছে, বিভবানেরা দরিদ্রশ্রেণির চাইতে বেশ কিছুটা হলেও সুখী। এমন কি মনের দিক থেকেও। আবার একথাও সত্য - দোজ হু হ্যাভ ইট অল, ডু নট রিয়ালি হ্যাভ ইট অল।

সুখের অনুভূতির উৎস কি?

বিজ্ঞান একটা সুত্র দিয়েছে সুখের ৫০-১০-৪০ শতাংশ ব্যবস্থা, সুখে থাকার। অর্থাৎ সুখের ৫০ শতাংশ নির্ভর করে জন্মসূত্রে বা উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া আমাদের বংশানুদের উপর, ১০ শতাংশ পরিস্থিতি বা পরিবেশের উপর এবং বাকি ৪০ শতাংশ নির্ভর করে আমাদের ক্রিয়াকর্ম, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আশাবাদী মনোভাব এবং কীভাবে আমরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করি তার উপর। আধুনিক বিজ্ঞান একটু সংশোধন করে নিয়েছে, ৫০ নয় ৪০ শতাংশ সুখ নিয়ন্ত্রিত হয় বংশানুদের দ্বারা। অর্থাৎ বলতে গেলে আমাদের সুখের বেশ কিছুটা আমাদের নিজেদের তৈরি যদিও বংশানুর প্রভাব অনস্বীকার্য। “সুখের লাগিয়া, আমরা জীবনে কিছু পরিবর্তন আনতে পারি। ৪০ শতাংশ, বেশ বড় একটা অংশ বা আমাদের আয়ত্বের মধ্যে। অর্থাৎ আমাদের জীবনের যন্ত্রণা ও অসুখী জানযটের ৪০ শতাংশ যানবাহন আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, অন্তত চেষ্টা করতে পারি,সুখে থাকার জন্য। মনোবিজ্ঞানী সোগা লাইয়াবারমিরস্কির মতে।

মানুষে মানুষে সুখের উপলব্ধি ও অনুভূতিগুলিও বংশানুগত কারণের উপর এবং জন্মসূত্রে পাওয়া ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। দুজন ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত সুখের এই প্রভেদের প্রায় ৫০ শতাংশ নিরূপণ করে বংশানুগত প্রভাব। যদিও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের স্থায়িত্ব সারা জীবনব্যাপী নয়। বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন অবরুদ্ধ বা অবদমিত পরিবেশে অননুকূল পরিবেশে, অস্বাভাবিক ও. অসহযোগিতা এবং বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশে, সদ বা অনুকূল বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ নাও ঘটতে পারে। আসলে এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানু নির্ভর হলেও এদের বিকাশ অনেক কারণ বা হেতুর উপর নির্ভর করে।

আমাদের বংশানুগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো অনেকাংশে পরিবেশের উপর নির্ভর করে এবং জীবনে চলার পথে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ঘটনার মুখোমুখি কতটা বা কতবার হতে হয়েছে এবং তার মোকাবিলা কীভাবে করা হয়েছে সেই সামর্থ ও উপায় প্রভৃতির উপর নির্ভর করে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ অথবা বিনাশ, পরিপূর্ণতা এবং সফলতা।

সত্যিই কি ‘সুখের বংশানু' আছে?

বিশাল এক গবেষণা প্রকল্পে ৯৭টি দেশের ১৪০টি গবেষণা কেন্দ্রের ১৯০ জন গবেষক মিলে সুখী হওয়া এবং ৫১৫ ২ বিকলগুলোর (জেনেটিক 'ভেরিয়ান্টস - একই বংশানুর পরিবর্তিত রূপ, পরিব্যক্তির (মিউটেশন) ফলে সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন। মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে জড়িত বিভিন্ন বংশানুর হদিশ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন।

একজন ব্যক্তির জীবনে ভালো থাকা, সুখে থাকার ধারণ অনুভূতি এবং চিন্তার সাথে সম্পর্কিত তিনটি বংশানুগত বিকল্প খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সেই সঙ্গে মানসিক অবসাদের অসুখী হওয়ার একটি মূল কারণ) সাথে জড়িত দুটি বংশানু এবং তাদের পরিবর্তিত রূপ, এবং নিউরোটিসিজমের (এক ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্য যা নির্ধারিত করে পৃথিবী এবং সমাজ সম্পর্কে কোন ব্যক্তির ধারণা এবং এই পৃথিবীতে সে নিজেকে কতখানি অনিরাপদ, বিপদগ্রস্ত, যন্ত্রাত্তও দুর্গতিগ বলে মনে করে বা ভাবে) সাথে জড়িত ১১টি বংশানুর বিকল্প খুঁজে পেয়েছেন। আরও দেখেছেন যে এই বংশানুগত বিকল্পগুলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম), এড্রেনালিন গ্রন্থিতে অথবা প্যানক্রিয়াসের কলায় (টিস্যু) প্রকাশিত হয়। আগে ধারণা ছিল সুখ এবং ব্যক্তিগত ভালো লাগার অনুভূতির ব্যক্তিগত প্রভেদ নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বংশানুগত পার্থক্যের উপর। এখন দেখা গিয়েছে ভালোলাগা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের একটি কারণ। তবুও, বংশানু এবং বংশানুগত কারণই মানুষের জীবন সম্বন্ধে ভালোলাগার ধারণা ও অনুভূতির একমাত্র ইতিহাস নয়। দেখা গিয়েছে, কিছু কিছু র ক্ষেত্রে এইসব রোগের উপসর্গ ও লক্ষণগুলো করা যেতে পারে।

সুখের উপর বংশানুর প্রভাব

আমাদের অনেক জৈবিক বৈশিষ্ট্য, গায়ের রং থেকে চোখের রং প্রভৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামাতার থেকে পাই এবং সত্যি বলতে কি আমাদের সুখও উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া আচরণ এবং ইচ্ছা অনুযায়ী এবং সেটা পরিস্থিতি বাপরিবেশের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু এই পৃথিবীতে আমাদের অবস্থা ও অবস্থান যদি অনেকাংশে নির্ধারিত হয় বংশানুদের দ্বারা তাহলে এটাও সত্যি যে আমাদের সুখ, ভালোলাগা এবং ভালো থাকার ব্যাপারেও বংশানুদের একটা ভূমিকা অবশ্যই থাকবে। বিজ্ঞান বলে, আমরা সবাই পৃথক এবং আমাদের এই পার্থক্য বা প্রভেদের মূলে আমাদের বংশানু। কয়েকটা প্রশ্ন জাগে। এবং সেগুলোর উত্তর খুঁজেছেন বিখ্যাত মনোবিদ মিক বার্টেলস।

ক) ভালোলাগা উত্তরাধিকার সূত্রে আংশিকভাবে প্রাপ্ত, বলতে কি বোঝায় ? বংশানুগত প্রভেদই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভালোলাগার অনুভূতির পার্থক্যের মূলে। তবুও ভালোলাগা বা সুখের বংশানু থাকলেই যে কেউ সুখী হবে বা উল্টোটা হবে তাব কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এইসব ক্ষেত্রে পূর্ব প্রবণতা বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যেতে পারে। আসল কথা পরিবেশের প্রভাব এই ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খ) বংশানু অথবা পরিবেশ -কার গুরুত্ব কতখানি? ক্ষেত্রে সুখের প্রভেদের ৪০ শতাংশ বংশানুগত পার্থক্যের কারণে, বাকি ৬০ শতাংশ পরিবেশের কারণে। কিন্তু এখানে ধরে নেওয়া হয়, বংশানু এবং পরিবেশ একে অপরের প্রভাব মুক্ত। কিন্তু আদপে তা নয়, একে অন্যের প্রভাবাধীন।

গ) কোন বংশানু সুখের ব্যাপারে বেশি সংবেদনশীল? সুখের বংশানুগত পূর্বলক্ষণের ব্যাপারে বিভিন্ন মানসিক বৈশিষ্ট্য যেমন মনোভাব, মানসিক স্থিতিস্থাপকতা ও প্রাণোচ্ছলতা, চটজলদি কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলে ওঠা, বিচক্ষণতা প্রভৃতির মিশেল লক্ষ্য করা বায়। সম্ভব কিছুটা হলেও সম্ভব। পারিবারিক প্রেক্ষাপট এবং বংশানুর ভিত্তিতে, সঠিক পরিবেশে এবং সঠিক পদক্ষেপে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে জীবনে সুখের বা ভালোলাগার মান নির্ধারিত মানের চাইতে দু-এক ধাপ বাড়ানো যেতে পারে কিন্তু তার বেশি নয়। এর বেশি বাড়ানো সম্ভবপর বা সহজসাধ্য নয়।

ঙ) একই পরিস্থিতিতে একজন আরেকজনের চাইতে সুখী কেন হয়? যদি আমরা জিমে গিয়ে শরীরচর্চার সাথে বিষয়টাকে তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে, কেউ খুব তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে কিন্ত অন্যদের ব্যাপারে ব্যাপারটা ঘটছে খুব ধীরগতিতে। ঠিক তেমনি সুখ এবং ভালোলাগার ব্যাপারটা। মানুষের স্বভাব এবং আচার, আচরণের পরিবর্তন ঘটানো খুব সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই কোনওরকম উল্লমনে সুখী হওয়ার মাত্রা বাড়ানো সম্ভব নয়। এবং একই প্রক্রিয়া সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মানুষের সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেমন স্বভাব, ব্যক্তিত্ব, জীবন স্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সবকিছুরই একটা বংশানুগত উপাদান আছে।

চ) বংশানু-পরিবেশ আন্তঃক্রিয়ার সুবিধাজনক প্রয়োগ তে আমাদের পক্ষে যদি জানা সম্ভব হয় সুখের ব্যাপারে আমাদের বংশানুগত পূর্বপ্রবণতা তাহলে স্বভাবসিদ্ধ অসুখী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওষুধ বা চিকিৎসার উপর নির্ভর না করে নেতিবাচক স্বভাবগুলো পরিবর্তন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। নিরাশ ব্যক্তিকে আশাবাদী করা, তীর প্রচেষ্টা ও উদ্যমকে উৎসাহ দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি বংশানুগত পূর্বপ্রবণতার মাত্রা বেশি মাত্রায় দেখা যায় ত্রহলে এই পথ না নেওয়াই ভালো।

ছ) বংশানু সংক্রান্ত গবেষণা থেকে জীবনে শিক্ষা কি? আসল কথা প্রত্যেককে সুখী করা বা প্রত্যেকে সুখী হওয়ার কোন “সোনার কর্মপদ্ধতি”, নিয়ম বা দাওয়াই (গোল্ডেন রুল) নেই। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সুখী হওয়াটা তার বংশানু এবং পরিবেশের মিশেল এবং তার ফল। নিজের অবস্থা বুঝে, নিজের মত সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে বা হবে।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

নিলামবাজারে দুই বোনকে দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে বিজেপির মহিলা মোর্চার উত্তাল প্রতিবাদী মিছিল করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : নিলামবাজারে ত্রিপুরার বাসিন্দা উপজাতি দুই বোনকে দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে করিমগঞ্জ জেলা সদর শহর। বিজেপির মহিলা মোর্চার ডাকে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মিছিলে করিমগঞ্জ শহর কেঁপে উঠেছে আজ। ১৪ নভেম্বর রাতে সংগঠিত লোমহর্ষক এই ঘটনার পর থেকে জেলা সদরে নিয়মিত মিছিল ও প্রতিবাদী সভায় সরগরম হয়ে উঠেছে। গতকাল দুপুর এবং সন্ধ্যায় বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল ও দুর্গাবাহিনী প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করেছিল।

আজ বুধবার পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সকাল ১১টায় বিজেপি মহিলা মোর্চার ডাকে বের হয় বিশাল প্রতিবাদী মিছিল। প্রতিবাদী মিছিলে নেতৃত্ব দেন প্রদেশ বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অপরাজিতা ভুইয়াঁ। প্রদেশ বিজেপির মহিলা সভানেত্রীর নেতৃত্বে সংগঠিত প্রতিবাদী মিছিলে পা মেলান দলের জেলাস্তরের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের পদাধিকারী, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সহ জেলার সহস্রাধিক মহিলা। মিছিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের উপস্থিতি এক নজির সৃষ্টি করেছে। ছিলেন জেলা বিজেপি ও যুব মোর্চার কর্মকর্তারাও।

এদিন নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয় প্রতিবাদী মিছিল। শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে বিশাল প্রতিবাদী মিছিল এসে হাজির হয় পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে। জেলায় অহরহ সংগঠিত নারী নির্যাতন এবং কালীপূজার আগের রাতে নিলামবাজারে দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করেন প্রদেশ বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অপরাজিতা ভুইয়াঁ। ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের মতো জঘন্যপ ঘটনাকে অভিশাপ এবং মানবজাতির কলঙ্ক বলে অভিহিত করেন বিজেপি নেত্রী অপরাজিতা। নিলামবাজারে মানুষরূপী নরপিশাচের দল কর্তৃক অসহায় দুই উপজাতি যুবতীকে ধর্ষণের কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে দাবি জানান তিনি। এদিন মিছিলে অংশগ্রহণকারী জনাকয়েক উপজাতি মহিলাও ধর্ষণ কাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। একই দাবি করেন জেলা মহিলা মোর্চার প্রাক্তন সভানেত্রী সীমা নন্দি সহ অন্যান্য কার্যকর্তীরা।

নিলামবাজার দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডের সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে মহিলা মোর্চার পক্ষ থেক মুখ্য মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে একটি স্মারকপত্র পাঠানো হয়। জেলাশাসক আনবামুথান এমপির মাধ্যমে পাঠানো স্মারকপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, ডিজিপি, আইজিপি, দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিআইজিকে। প্রেরিত স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, নিলামবাজারের দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডে জড়িত ধৃতদের আইনানুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা সহ ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন প্রতিহত করতে আরও কঠোর আইন বলবৎ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যেশ্যে প্রেরিত স্মারকপত্রে নিলামবাজারে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার দুই উপজাতি যুবতীর পুনর্বাসন, ফাস্টট্র্যাক কোর্টে বিচারের ব্যবস্থা এবং তিন মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পাশাপাশি এই ধর্ষণ কাণ্ডে জড়িতদের প্রতি কোনও ধরনের ক্ষমাসুলভ দৃষ্টি প্রদর্শন না করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা, আইনাযায়ী সরকারি বরাদ্দকৃত পুনর্বাসন সাহায্য ধর্ষিতাদের হাতে তুলে দেওয়া এবং ধর্ষিতাদের জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করারও দাবি জানানো হয় স্মারকপত্রে।

মহিলা মোর্চা আহূত প্রতিবাদী মিছিলে জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক, মুখপাত্র নিশিকান্ত ভট্টাচার্য, শহর মণ্ডল সভাপতি সঞ্জীব বণিক, যুব মোর্চার সভাপতি অমিত পাল, প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, জেলা বিজেপির উপ-সভাপতি ডা. মানস দাস, শিপ্রা গুণ, সীতা শুক্লবৈদ্য, অর্পিতা পাল, সরলা শর্মা, পূর্ণিমা নাগ, সাহিদা প্রমুখ শামিল হয়েছিলেন।

মেঘালয়-মিজোরামে ক্রমবর্ধমান বাঙালি নির্যাতন, প্রতিবাদে ২০ নভেম্বর কলকাতায় বিক্ষোভ সমাবেশ

গুয়াহাটি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : মেঘালয় এবং মিজোরামে ক্রমবর্ধমান বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদে আগামী ২০ নভেম্বর কলকাতায় বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতি অধ্যুষিত দুই রাজ্যে বাঙালি নির্যাতন, মিজোরামের পুলিশ ও এনজিও কর্তৃক বাঙালি অধ্যুষিত অসমের বরাক উপত্যকার তিন জেলাঘেঁষা সীমান্তে আড়াই থেকে তিন কিলোমিটার জমি জবরদখল, মণিপুরে ইনার লাইন পারমিট, নাগরিকত্ব আইনের টালবাহানা, নাগরিকপঞ্জির নামে বাঙালিদের হয়রানি প্রভৃতির প্রতিবাদে ২০ নভেম্বর কলকাতার ধর্মতলায় বিক্ষোভ সমাবেশের আহ্বান করা হয়েছে।

দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদের আহ্বানে এবং 'আমরা বাঙ্গালী'র কেন্দ্রীয় কমিটির সহযোগিতায় ওই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন এসএমডিসি নেতা রাজু ঘোষ, 'আমরা বাঙ্গালী'-র কেন্দ্রীয় সচিব বকুলচন্দ্র রায়, অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ, টিএমসি মুখপাত্র বিজন সরকার, শিবসেনার প্রদেশ সভাপতি অলোক সরকার, আরপিআই-এর প্রদেশ সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক, অল ইন্ডিয়া খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান অরুণ বিশ্বাস, বুদ্ধিষ্ট ধর্মগুরু ভদন্ত ধর্মরত্ন খের, এমএমডিসি ন্যাশনাল যুব কমিটির সভাপতি সাবির আলি মল্লিক, নিখিল ভারত উদ্বাস্তু সমিতির নেতা ডা. আশিস ঠাকুর, অবসরপ্রাপ্ত তিন আইপিএস আধিকারিক বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। এছাড়া আইনজীবী দেবাশিস সাহা, এমএমডিসি প্রদেশ সভাপতি সৌরভপ্রিয় দত্ত, ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট সুমন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ প্রস্তাবিত সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন। সমাবেশে দলে দলে যোগ দিয়ে আন্দোলন সফল করতে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে। এক প্রেস বার্তায় 'আমরা বাঙ্গালী'র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ এ খবর জানিয়েছেন।

আগামী শনিবার হিমাচল প্রদেশ যাচ্ছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি. স.) : আগামী শনিবার অর্থাৎ ২১ নভেম্বর হিমাচল প্রদেশ যাচ্ছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা। তার নেতৃত্বে বিহারে বিজেপির অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এই প্রথম হিমাচলপ্রদেশ যাচ্ছেন তিনি। সর্বভারতীয় সভাপতিকে স্বাগত জানাতে মুখিয়ে রয়েছেন দলীয় কর্মীরা। দুদিনের এই হিমাচল প্রদেশ সফরে বিজেপি সভাপতি শনিবার বিলাসপুর পৌঁছিয়ে অখিল ভারতীয় আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় নির্মাণের কাজকর্ম খতিয়ে দেখবেন। সেই সময় তার সঙ্গে থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর। ২২ নভেম্বর নইনা দেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে ওদিন বিকেল পাঁচটায় দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে হিমাচল প্রদেশের ছোট জেলা বিলাসপুরে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় জগতপ্রকাশের। এখন তিনি বিশ্বের বৃহত্তম দলের কান্ডারী। তার নেতৃত্বেই তেজস্বীর বিষদাঁত ভেঙে বিহারে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। এনডিএ জোটের মধ্যে বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ বিজেপি। বিহার জয়ের পর এই প্রথম নিজের গৃহ জেলাতে যাবেন তিনি।

কে দল ছেড়ে গেল সেটা কোন ফ্যাক্টরই নয় শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল

সিউড়ি, ১৮ নভেম্বর (হি. স.) : কদিন আগেই শুভেন্দু অধিকারীর পতাকা ছাড়া দলীয় সভা করা নিয়ে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। কিন্তু বুধবারের বীরভূমের আহমেদপুরে দলীয় কর্মী সভায় অবশ্য বেসুরো অনুব্রত। এদিন শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ' দল ছেড়ে তো অনেকেই গেছে।কে দল ছেড়ে গেল সেটা কোন ফ্যাক্টরই নয়।'

পতাকা ছাড়া একের পর এক অরাজনৈতিক সভা করছেন শুভেন্দু। নেই দলীয় পতাকা। গত সপ্তাহেই বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল শুভেন্দুর পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ,""আমিও অনেক সময় ফ্ল্যাগ ছাড়া মিটিং করি। ও তো বলেনি, বিজেপি যাচ্ছে। এটা ওর কৌশল হতে পারে।"" কিন্তু সাত দিনের মাথায় শুভেন্দু নিয়ে অনেকটাই বেসুরো অনুব্রত মণ্ডল। এদিনের তাঁর বেসুরো বক্তব্য নিয়ে জেলার রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যদিও পরে অবশ্য কেষ্টর সাফাই, 'আমিও মাঝে মাঝে ফ্ল্যাগ ছাড়া রাজনীতি করি। এটা দলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। শুভেন্দু দলে আছে।'

পাশাপাশি রাজ্য বিজেপি পাঁচ জোনে পাঁচ নেতাকে নিয়োগ করা নিয়ে এদিন কটাক্ষ করেন অনুব্রত। এদিন তিনি বলেন,' এটা বাংলা। বাইরে থেকে হিন্দিভাষী লোক এনে কোন লাভ হবেনা। যেহেতু এটা বাংলার কালচার। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, নজরুল আছে। তাই হিন্দী ভাষী নেতা এনে কোন লাভ হবেনা। হিন্দিভাষীরা শাসন করবে বাংলার মানুষ মানবেনা। আর দিলীপ ঘোষ একটা কথা বলেছে, গুজরাট বানাবো। তার মানে দাঙ্গা লাগবে, মানুষ মারা যাবে। এটা করা যাবেনা। মানুষ আটকাবে। তুমি কি চাইবে হিন্দিভাষী এসে বাংলা শাসন করুক। গুজরাটের লোক এসে শাসন করলে তোমার ভালো লাগবে? এদিনের কর্মী সভায় দলের এক কর্মী দলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলে। আহমেদ পুরের তৃণমূল কর্মী জয়দেব ঘোষ বলেন, 'লিড তো হবেই না। আমরা গো হারা হেরে যাব। আমাদের নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল। কোন মতের ঠিক নেই। আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে।' এরপরই তার মাইক কেড়ে নেওয়া হয়।

সার্বজনীন এলাকায় ছট পুজো আয়োজনের উপর নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করা পিটিশন খারিজ করে দিল আদালত

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি. স.): জনসমক্ষে ছট পুজো আয়োজন করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। বুধবার সেই পিটিশন খারিজ করে দেয় আদালত। বিচারপতি হীমা কোহলির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে মনে হচ্ছে পিটিশনকারি করোনা মহামারী ভয়াবহতা নিয়ে অবগত নন। যেকোনো উৎসবকে উদযাপন করার আগে বেঁচে থাকাটা একান্ত জরুরী। আদালত জানিয়েছে যে সার্বজনীন এলাকায় ভিড় করলে করোনা সংক্রমণ আরো বাড়তে পারে। প্রত্যেকদিন নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে ৭৮০০ থেকে ৮৫৯৩। করোনায় মৃত্যুর হার দ্বিগুণ হারে বাড়ছে। ৪২ হাজার সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে। দিল্লিতে করোনা তৃতীয় ঢেউ উঠেছে। বর্তমান পরিস্থিতি উপর আলোকপাত করে দিল্লি সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা স্বাগত যোগ্য। উল্লেখ করা যেতে পারে এই পিডিকশন শ্রীদুর্গা জনসেবা ট্রাস্ট এর তরফ থেকে দায়ের করা হয়েছিল। পিটিশনের দাবি করা হয়েছিল যে এক হাজার পর্যন্ত মানুষকে ঘাটে ছট পুজো আয়োজন করতে দেওয়া হোক।

অসমে কোভিড টেস্টের নিয়ম পরিবর্তন

গুয়াহাটি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : অসমে কোভিড-১৯ পরীক্ষার নিয়মে পরিবর্তন করা হয়েছে। বুধবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল টুইট হ্যান্ডলে এই খবর দিয়ে বলেছেন, বহিঃরাজ্য থেকে বিমানে গুয়াহাটিতে আগত যাত্রীদের কোভিড পরীক্ষার পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়ছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী লিখেছেন, পূর্ববর্তী নিয়ম অনুযায়ী বিমানে আগত যাত্রীদের সোজা গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামে অস্থায়ী হাসপাতালে নিয়ে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন হতো। এখন বিমানযাত্রীদের আর সরুসজাইয়ে যেতে হবে না, তাঁদের গুয়াহাটি বিমানবন্দরেই কোভিড পরীক্ষা করানো হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নতুন নিয়ম চালু হবে আগামী সপ্তাহ থেকে। এছাড়া অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলির মধ্যে যাতায়াতকারী বিমানযাত্রীদের কোভিড পরীক্ষা বাধ্যতামূলক নয়, টুইটারে লিখেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

মৃদুলা সিনহার প্রয়াণে শোক প্রকাশ জগতপ্রকাশ নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি. স.): গোয়ার প্রাক্তন রাজ্যপাল মৃদুলা সিনহার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। বুধবার নিজের টুইট বার্তায় জগতপ্রকাশ লিখেছেন, বিখ্যাত সাহিত্যিক তথা বিজেপির বরিষ্ঠ নেত্রী মৃদুলা সিনহার প্রয়াণের খবর শুনে মন দুঃখে ভরে উঠেছে।তাঁর প্রয়াণ বিজেপির পরিবারের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাই। উল্লেখ করা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শোক প্রকাশ করেছেন। ৭৭ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মৃদুলা সিনহা।

আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান করতে হবে পড়ুয়াদের, আহ্বান রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি. স.): বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গেলে ভারতীয় পড়ুয়াদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবন এবং সৃজনাত্মক পথে এগিয়ে যেতে হবে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

বুধবার জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ স্পষ্ট বলা হয়েছে মহামারী বিজ্ঞান, সংক্রামিত রোগ, ভাইরালোজি, ডায়াগনোস্টিক, ভ্যাকসিনলোজি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়া প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির। আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য জ্ঞানকে ব্যবহার করতে হবে। হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান যে সেই চ্যালেঞ্জগুলিকে নিতে পারে। এদিনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রাচীন ভারতের গৌরবশালী শিক্ষাব্যবস্থার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি।

কেন্দ্রের সর্বনাশা নীতির বিরোধিতায় গণ কনভেনশন বাম কংগ্রেস জোটের

নলহাটি, ১৮ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার কেন্দ্রের সর্বনাশা নীতির বিরোধিতায় গণ কনভেনশন করল বাম কংগ্রেস জোট। বুধবার বীরভূমের নলহাটির কাঁটা গড়িয়া মোড়ে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক তথা জেলা সভাপতি মিল্টন রসিদ সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্ব।

অত্যাবশ্যক পণ্য আইন ও চুক্তি ভিত্তিক চাষ আইনের প্রতিবাদে ২৬ নভেম্বর সারা দেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় বাম কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন। তার সমর্থনে এদিন এই গণ কনভেনশন হয়। মোট ৭টি দাবির মধ্যে আছে অত্যাবশ্যক পণ্য ও চুক্তি ভিত্তিক চাষ আইন। অত্যাবশ্যক পণ্য আইন চালু হলে রেশনের খাদ্য তালিকায় চাল, ডাল, তেল কিছুই পাওয়া যাবে না। সরকারী কর্মচারীরা অত্যাবশ্যকীয় মূল্য বৃদ্ধির জন্য যে ডি এ পান, তা পাবেন না। একইভাবে চুক্তি ভিত্তিক চাষ আইনের আওতায় কৃষক হারাবেন তার অধিকার। এই ইস্যুতে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বাম কংগ্রেস জোট।

মুম্বই পুলিশ কমিশনারকে নোটিশ ধরালো রাজ্য মানবাধিকার কমিশন

মুম্বই, ১৮ নভেম্বর (হি. স.): রিপাবলিক টিভির ভাইস প্রেসিডেন্ট ঘনশ্যাম সিংকে গ্রেফতারের প্রসঙ্গে মুম্বই পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং এর বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করল মহারাষ্ট্র রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। ২৭ নভেম্বর কমিশনের সামনে উপস্থিত থেকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে পরমবীরকে।

জানা গিয়েছে টিআরপি দুর্নীতি কাণ্ডে ১০ নভেম্বর রিপাবলিক টিভির ভাইস প্রেসিডেন্ট ঘনশ্যাম সিংকে গ্রেফতার করে মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। সেই সময় থেকে এখনো পর্যন্ত পুলিশ কাস্টডিতে রয়েছেন ঘনশ্যাম। তার আইনজীবী আদিত্য মিশ্র বিষয়টিকে মানবাধিকারবিরোধী আখ্যা দিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হন। টিআরপি কাণ্ডে রিপাবলিক টিভি নাম না থাকা সত্ত্বেও ঘনশ্যাম সিংকে হেনস্তা করছে পুলিশ। ঘনশ্যামকে জোর করে গ্রেফতার করা হয় বলে মানবাধিকার কমিশনের কাছে জানান আদিত্য মিশ্র। এরপরই ২৭ নভেম্বর পরমবীর সিংকে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ডেকে পাঠিয়েছে।

আদালতের নির্দেশ মেনে ছটপুজো করুন": জগদ্ধাত্রীপুজোর উদ্বোধন গিয়ে পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি. স.) : আর মাত্র কয়েকদিন পরেই ছট পুজো। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে হবে ছট পুজো। আর তাই "আদালতের নির্দেশ মেনে ছটপুজো করুন" বুধবার পোস্তা থেকে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে রাজ্যবাসী উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "আদালতের নির্দেশ মাথায় রাখবেন, যেভাবে আমরা দুর্গাপুজো বা কালীপুজো করেছি। ছোট ছোট করে শান্তিপূর্ণভাবে ছটপুজোর আয়োজন করুন। ১৩০০ পুকুর রয়েছে ছটপুজোর জন্য। সেখানে গিয়ে পুজো করুন। ঘরে বসে ছটপুজো করতে বলেছে আদালত। সম্ভব হলে সেটাই করুন। সম্ভব না হলে পুকুরে বা গঙ্গায় যেখানেই যান ছোট ছোট দলে যান। একসঙ্গে অনেকে মিলে গাড়িতে যাবেন না। ১০-১২ জন করে গাড়িতে যান। স্থানীয় পুলিশ যেভাবে বলছে সেই কথা শুনুন"।

উল্লেখ্য, এদিন পোস্তার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের পুজো প্যান্ডেলে গিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা।

বাংলায় ৫০ শতাংশের বেশী ভোট পেয়ে ডবল ইঞ্জিনের সরকার গড়ব-- বিনোদ সনকর

দুর্গাপুর, ১৮ নভেম্বর(হি.স.): "পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রবিরোধী, উন্নয়ন বিরোধী, তোষনকারী সরকার চলছে। গনতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। এরকম সরকার চলছে। তাই বাংলার জনতা মনস্থির করে নিয়েছে, এই সরকারকে উপড়ে ফেলার। বাংলার জনতা উন্নয়ন চায়, শান্তি চায়, রোজগার চায়। তাই কেন্দ্রে যেমন বিজেপি, রাজ্যেও বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে চায় বাংলার জনতা। এবং এক ডবল ইঞ্জিনের সরকার গঠন হবে।' বুধবার দুর্গাপুরে রাঢ়বঙ্গ জোনের জরুরী বৈঠকে এসে এমনই বার্তা দিলেন বিজেপির রাঢ়বঙ্গ জোনের বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ সনকার।

প্রসঙ্গত, বিহার জয়ের পর পশ্চিমবঙ্গকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। আর তাই বাংলা জয়ের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি জোনে ভাগ করে নতুন করে রনকৌশল তৈরী শুরু করেছে বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্ব। বুধবার রাজ্যের সব কটি জোনে এক যোগে বিশেষ বৈঠক করেন সেখানের পর্যবেক্ষকরা। রাঢ়বঙ্গ জোনের বিজেপির সাংগঠনিক জেলা আসানসোল, বর্ধমান সদর, কাটোয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বীরভুম, পুরুলিয়া জেলার বিশেষ বৈঠক ছিল দুর্গাপুরে। বৈঠক নেন পর্যবেক্ষক বিনোধ সনকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যে বিজেপির পর্যবেক্ষক অরবিন্দ মেনন, বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জী, সাংসদ সুভাষ সরকার প্রমুখ। চলবে দুদিন বৈঠক। এদিন বৈঠক শেষে বিনোদ সনকর রাজ্যে তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমন করে বলেন, ' গত ১০ বছরে বাংলা উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েছে। বাইরের শিল্পপতিরা আসছে না। শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করছে না। তৃণমূল সরকারের গুন্ডাবাজিতে পালিয়ে যাচ্ছে শিল্পপতিরা। পুলিশ প্রশাসন তৃণমূলের নেতা হয়ে কাজ করছে।' ছয়ের পাতায়

এবার হোয়াটসঅ্যাপ কলে মেডিক্যাল টেস্টের শংসাপত্র পেলেন রোগী

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি. স.) : করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠেছিল রোগী হয়রানি থেকে চিকিৎসায় গাফিলতির নানান অমানবিকতার অভিযোগ। তবে, এরই মাঝে বুধবার হোয়াটসঅ্যাপ কলে মেডিক্যাল টেস্টের শংসাপত্র পেলেন বাঁশদ্রোণীর রোগী টুইট করে কথা জানানো হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে। স্বাস্থ্য দফতরের সূত্রে খবর, বাঁশদ্রোণীর এক বাসিন্দা বেশ কয়েক দিন ধরেই অতি বিরল রোগে আক্রান্ত। তবে, বর্তমানে করোনা সংক্রমনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সকলে।বর্তমান পরিস্থিতিতে হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে এবার একটা নজির করল রাজ্য। এবার হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলে মেডিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে দ্রুত হাতে পেলেন ওই রোগী প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র। হোয়াটসঅ্যাপ কলের মাধ্যমে পরীক্ষার পরে শংসাপত্র জারি করে স্বাস্থ্য দফতর। বাঙুর হাসপাতালের তৎপরতায় অতি বিরল রোগে প্রতিবন্ধী দ্রুত সহায়তা পেলেন ওই রোগী।

রাজ্যে বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, একদিনে আক্রান্ত ৩৬৬৮ জন

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি. স.): রাজ্যে বিগত কয়েকদিনের পর ফের একবার বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ। একদিনে রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬৬৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এদিকে রাজ্যে একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৪৪২৯ জন। যদিও বেড়েছে সুস্থতার হার। ফলে বুধবার স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯২.২৮শতাংশ।

অন্যদিকে রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৪জনের। এদিকে ফের বেড়েছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.২৭শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৬হাজার ২৯৬জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ছয়ের পাতায়

সৌমিত্রবাবু ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে কুরুচিকর পোস্ট, পুলিশের দ্বারস্থ ক্ষুব্ধ কন্যা

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি. স.) : সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন পোস্ট দেখে মেজাজ হারালেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা পৌলমী বসু। এসব ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

গত কয়েকদিন ধরেই প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করছেন নেটিজেনদের একটা অংশ। এতে ক্ষুব্ধ পৌলমী দেবী। তাঁর মতে, মন্তব্যগুলোর বেশ কয়েকটি কুরুচিকর। বাবাকে হারানোর শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কিন্তু তারই মধ্যে ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের পোস্ট তাঁকে বিব্রত করছে।

দিওয়ালির পরের দিনই চিরবিদায় নিয়েছেন প্রবাদপ্রতীম অভিনেতা। আর তার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর খবর ও তথ্য ছড়িয়ে পরে। করোনা কালে কেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে কাজ করা থেকে আটকালেন না মেয়ে, পরিবার আর্থিকভাবে অভিনেতার উপর কতখানি নির্ভরশীল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানা পোস্ট করা হয়। এতেই ক্ষুব্ধ পৌলমী বসু।

ফেসবুকে এমনই একটি লিংক পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, "এই অর্ধেক সত্যি খবরের কোনও মানে নেই। এই নোংরামো কবে থামবে? তারকাদের পরিবারকে নিয়ে মানুষ যা ইচ্ছা ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পান থেকে চুন খসেছিল, তারপর...

অনেক ঘটনা থাকে যেগুলো আমরা হরহামেশাই এড়িয়ে যাই। চোখে দেখেও দেখি না। দেখলেও সেভাবে গুরুত্ব দিই না। আমাদের ভাবটা এমন থাকে যে এই আর এমনকি? এই বিষয়গুলো যখন সিনেমায় মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে, তখন আমাদের চোখ যেন কপালে ওঠে। সে রকম বিষয়কে কেন্দ্র করেই এই তিনটি ছবির গল্প শুরু হয়েছে।

শুরুটা যেন পান থেকে চুন খসেছিল মাত্র। সেই গল্পগুলোই পুরো দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। চলচ্চিত্র উৎসবের জুরি সদস্যরাও গল্পগুলোতে নতুনত্ব থাকায় প্রশংসা করেন।

রাস্তায় একটি ভবনে কাজ করছিলেন ইয়াসের আবদুল্লাহ। এমন সময় হঠাৎ তাঁর মাথায় ওপর দোতলার পাইপ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। তিনি ওপরে গিয়ে সেই বাসার মালিক টনি হান্নাকে বিষয়টি জানিয়ে পানির পাইপ নতুন করে মেরামত করতে বলেন। তাঁর কথা শুনে হান্না কোনো গা করে না। ইয়াসের আবদুল্লাহ নিচে এসে এমনভাবে পাইপটি অন্য একটি পাইপের সঙ্গে লাগান, যেন পানি রাস্তার কারও গায়ে না পড়ে। হান্না রাগে এই পাইপ মেরামতকাজ তাঁদের সামনেই হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে দেন। এই সামান্য বিষয় নিয়েই লেবাননের টনি হান্না এবং ফিলিস্তিন থেকে লেবাননে এসে বসত গড়া প্রতিবেশী ইয়াসের আবদুল্লাহর মধ্যে মান—অপমান করা নিয়ে মামলা—মোকদ্দমা। এই ছবির নাম ”দ্য ইনসাল্ট”।

গল্পটি শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষের মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। জিয়াদ দৌরিনি অসাধারণ চরিত্রায়ণের ছবিটি জিতে নেয় কানের সেরা অভিনেতার পুরস্কার। ছবিটি অস্কারেও বিদেশি ভাষার ছবি বিভাগে মনোনয়ন পায়। ড্রামা এবং থ্রিলার জনরার এই ছবি ২০১৭ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে পামদর পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পায়।জাফর পানাহিকে বলা হয় ইরানিয়ান সিনেমার বিদ্রোহী কবি। প্রতিটি ছবিতে তিনি দেশের অসামঞ্জস্য বিষয়গুলো তুলে ধরেন। ২০০৬ সালে তুলে ধরেন তেমনই একটি গল্প। দেশের মাটিতে ফুটবল খেলা হবে। ইরান ও বাহরাইনের মধ্যে খেলা। দেশে যখন বইছে স্টেডিয়ামে খেলা দেখা নিয়ে উত্তেজনা, তখন মেয়েদের মন বিষণ। কারণ, ইরানের মাটিতে নারীদের জন্য খেলা দেখা নিষিদ্ধ। তরুণীদের একটি দল এই খেলা সরাসরি দেখতে চায়। মেয়েদের সেই খেলা দেখার গল্প নিয়েই পাহানি ২৫০০ ডলারে বানিয়েছেন ”অফসাইড” ছবি।

একটি ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ৩৯ দিন ধরে শুটিং করেন নির্মাতা। ছবিটি মুক্তির পর জাফর পানাহির অন্য ৪টি ছবির মতো অফসাইড ছবির ওপরও সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ছবিটিতে ইরানে নারীদের বৈষম্য তুলে ধরাই নির্মাতার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ছবিটি ইরানের বক্স অফিসের সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার দিকে এগোচ্ছিল। এমন সময় ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মাত্র দুই দিন পর ছবিটি ডিভিডিতে বের হয়। সনি পিকচারস, ইউএস ডিস্ট্রিবিউটর ইরানের সরকারকে ছবিটি মুক্তি দিতে অনুরোধ করে। বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে সেরা ছবিসহ চারটি পুরস্কার জিতে নেয়। এরপর থেকেই আলোচনায় চলে আসে ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া আরেকটি ছবি ”দ্য ফ্যান্টাস্টিক ওমেন”। ২০১৮ সালে অস্কারে বাজিমাত। বিদেশি ভাষার ছবির বিভাগে জিতে নেয় সেরা ছবির পুরস্কার। চিলি থেকে প্রথমবারের মতো এই সম্মান এনে দেয় ছবিটি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সেবাস্তিয়ান লেলিও। ছবিটির গল্প ট্রান্সজেন্ডার মেরিনাকে কেন্দ্র করে। একাকী অর্লেদ্রের জীবনে আসে এই ট্রান্সজেন্ডার মেরিনা। তার একমাত্র এই সঙ্গীর সঙ্গেই বেশি সময় কাটতে থাকে। হঠাৎ একদিন রাতে বাসার সিঁড়িতে পড়ে মাথায় আঘাত পায় অর্লেদ্র। মেরিনা হাসপাতালে নিয়ে বুঝতে পারে সে মারা গেছে। একাকী ভয়ে নিরীহ মেরিনা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। পুরো গল্পে মেরিনাকে চিলির কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। ছবিটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনেক কিছুকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

বলিউড নায়িকাদের সুপ্ত প্রতিভা

পর্দায় তাঁদের অনেক কিছুই করতে হয়ধুন্ধুমার মারপিট থেকে শুরু করে শূন্যে উড়োজাহাজ চালানো। বাস্তবে অবশ্য অভিনয়ই তাঁদের ধ্যানজ্ঞান এবং এতেই তাঁরা দক্ষ। করোনাকালে দুনিয়ার অনেক অদেখার দেখা মিলছে, একইভাবে মিলছে বলিউড নায়িকাদের সুপ্ত প্রতিভার খোঁজও। বিস্তারিত লিখেছেন দেবারতি ভট্টাচার্য্য

করোনাকালে ভূমি পেড়নেকর নিজের এক গোপন ইচ্ছা পূরণ করলেন। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল বাগান গড়বেন। তাই লকডাউনের অখণ্ড অবসরে নিজের বাড়ির একফালি জায়গায় রীতিমতো চাষাবাদ শুরু করেছেন তিনি। তা-ও আবার সনাতন পদ্ধতিতে নয়, নিজের নামের বিপরীতে গিয়ে করেছেন চাষাবাদ। মানে ভূমি বা মাটি ব্যবহার না করে পানিতে গাছের চারা রোপণ করেছেন এই অভিনেত্রী। চাষাবাদের এই পদ্ধতিকে বলা হয় ‘হাইড্রোপোনিক’। মাটি ব্যবহার না করে পানির মিশ্রণে পুষ্টি উপাদান মিশিয়ে তারপর গাছ ফলানো চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য বেশ পড়াশোনাও করতে হয়েছে ভূমিকে। করতে হয়েছে ভীষণ পরিশ্রম। পরিশ্রমের ফল তিনি পেয়েছেন, ঘরে তুলেছেন নিজের হাতে ফলানো শাকসবজি। এ কাজে ভূমিকে সাহায্য করেছেন তাঁর মা সুমিত্রা।

শুটিংয়ের ব্যস্ততা নেই। সম্পূর্ণ গৃহবন্দী জাহ্নবী কাপুর। লকডাউনের এই সময়টাকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাচ্ছেন শ্রীদেবী-কন্যা। হাতড়ে বেড়াচ্ছেন মায়ের টুকরো টুকরো স্মৃতি। মায়ের সুগন্ধি, মায়ের চুড়ি, মায়ের শাড়িএসবের মধ্যে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছেন তিনি। আর নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক শিল্পীসত্তাটিকে আলোর মুখ দেখিয়েছেন জাহ্নবী।

ক্যানভাসে নানান রঙের আঁচড়ে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন এই অভিনেত্রী।

ক্যাটরিনার সৌন্দর্যে মুগ্ধ ৯ থেকে ৯০। এবার হয়তো তাঁর গিটারের ঝংকারেও আবিষ্ট হবেন সবাই। করোনার লকডাউনে ক্যাটরিনা গিটার শিখছেন মন দিয়ে। তবে এখনো তাঁর এই প্রতিভা উন্মুক্ত হয়নি। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা এক ভিডিওতে এই বলিউড নায়িকাকে গিটার হাতে দেখা গেছে। তিনি জানিয়েছেন, শিগগিরই তাঁর গিটারের টুংটাং শোনা যাবে। বলিউডের সংগীত পরিচালক অঙ্কুর তিওয়ারিকে নিজের পোস্টে ট্যাগ করেছেন ক্যাটরিনা। ধারণা করা হচ্ছে, সৃজনশীল এই চর্চায় হয়তো অঙ্কুরই ক্যাটের গুরু।

সু—অভিনেত্রী হিসেবে আলিয়া নিজেকে অনেক আগেই প্রমাণ করেছেন। এমনকি তিনি অল্পবিস্তর গাইতেও পারেন। এবার আলিয়া হাতে তুলে নিলেন কলম। এবারের ধরিত্রী দিবসে (২২ এপ্রিল) এই বলিউড নায়িকা উপহার দিলেন এক সুন্দর কবিতা। আলিয়া তাঁর স্বরচিত কবিতাটি ইনস্টাগ্রামে পাঠ করে শোনান। ‘টুডে অ্যান্ড এভরিডে’ নামের এই কবিতায় তিনি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের প্রতিটি স্তরকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। জানা গেছে, ঘরবন্দী থাকার এ সময়টাতে আলিয়া তাঁর লেখকসত্তাকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন।

আলিয়ার অনেক আগে কলম ধরেছিলেন কৃতি শ্যানন। বলা যায়, কৃতির লেখনী অনুপ্রাণিত করেছে আলিয়া ভাট, সারা আলী খানসহ বিটাউনের একাধিক অভিনেত্রীকে। তাঁদের সবারই লেখকসত্তার পরিচয় মিলেছে এই সময়ে। তবে কৈশোর থেকেই লেখালেখি শুরু করেছিলেন কৃতি। তাঁর কবিতা অনুরাগীদের হৃদয়ও জয় করেছে। ফলে লকডাউনে সেই কবিসত্তাটি আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিলেন কৃতি।

হেঁশেলের ছায়াও মাড়াতেন না বিদ্যা বালান। এমনকি পানি গরম করা ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না তিনি। ঘরবন্দিদশায় অবশেষে রাঁধুনি হিসেবে অভিষেক হলো বলিউডের এই দাপুটে অভিনেত্রীর। শুরুতেই বাজিমাত করলেন বিদ্যা। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মোদক (একধরনের মিষ্টি) বানিয়ে। ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিওতে দেখা গেছে, রীতিমতো পটু রাঁধুনির মতো মোদক বানাচ্ছেন তিনি। শুধু মোদক নয়, বলিউডের এই জনপ্রিয় নায়িকা লকডাউনে জিবে জল আনা আরও বাহারি পদও রান্না করেছেন।

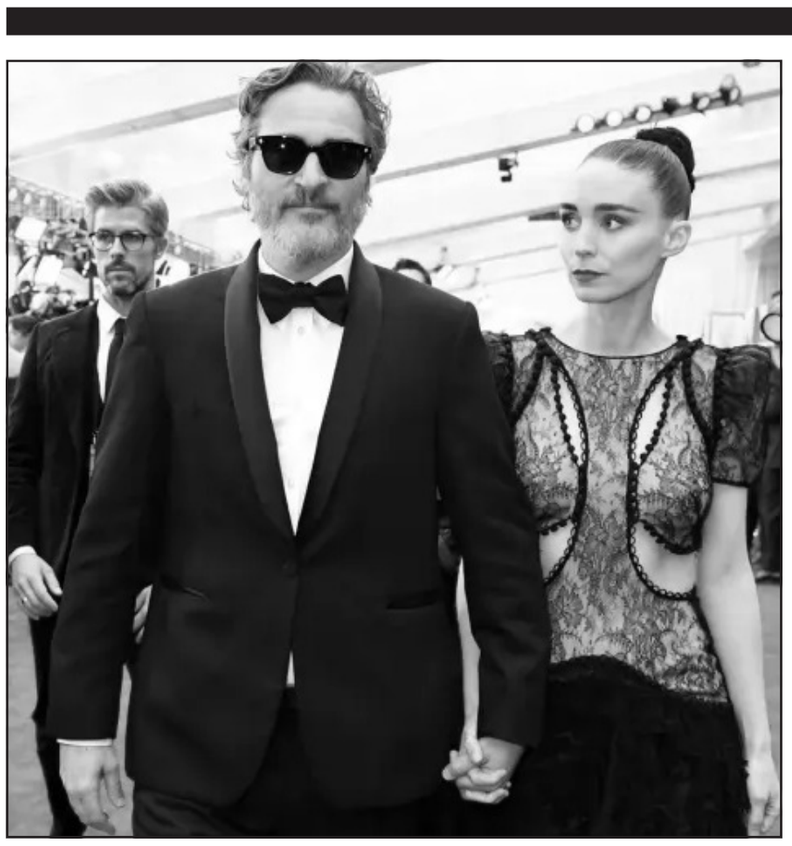

সুখবর জানালেন ”জোকার”

৪৫ বছর বয়সী হলিউড তারকা হোয়াকিন ফিনিক্স ও ৩৫ বছর বয়সী রুনি মারা দম্পতি তাঁদের প্রথম সন্তান জন্ম দিতে চলেছেন।

করোনা মহামারির কারণে তাঁরা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে তাঁদের বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন।

করোনার আগে থেকেই মার্কিন এই অভিনেত্রীকে ঢিলেঢালা পোশাকে দেখা গেছে। এবার এই দম্পতির ঘনিষ্ঠ এক সূত্র পেজ সিক্সকে নিশ্চিত করেছে, বাবা হতে চলেছেন জোকার হোয়াকিন, মা রুনি। ওই সূত্র জানায়, করোনা মহামারির ভেতর এই দম্পতি তাঁদের সন্তানের খবর গোপন রাখতে চেয়েছেন।

ধারণা করা হচ্ছে, রুনি মারা ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে হোয়াকিন ফিনিক্সের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও অস্কারজয়ী এই অভিনেতার কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ২০১৬ সাল থেকে হোয়াকিন ও রুনির প্রেম। হোয়াকিন আর রুনি একসঙ্গে ২০১৩ সালে প্রথম হার সিনেমায় পর্দা ভাগ করেন। মেরি মার্গারেট সিনেমার শুটিংয়ের সেটে প্রেম হয় এই দম্পতির। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে হলিউড হিলসে একসঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকা শুরু করেন। ২০১৯ সালের জুলাইয়ে জানা যায়, তাঁরা বাগদান সম্পন্ন করেছেন। আর এবার প্রথম সন্তানকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে যাচ্ছেন এই দম্পতি।

প্রথমবার হোয়াকিন মিডিয়াকে তাঁদের প্রেমের কথা জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, ”সে-ই আমার জীবনে প্রথম নারী, যার সঙ্গে আমি মেইল চালাচালি করে প্রেম করেছি। অন্তর্জালের দুনিয়ায় আমি রুনি ছাড়া আর কোনো নারীর সঙ্গে কোনো দিন বার্তা আদান—প্রদান করিনি। ও প্রথম, ও-ই শেষ।”

সচল থাকতে দড়িলাফ

এই ঘরবন্দী সময়েও আমাদের শরীর রাখতে হবে সচল আর সক্রিয়। তাহলে থাকব সুস্থ আর দেহের প্রতিরোধ থাকবে চাঙা। ঘরে থেকে এই সময়ে খুব ভালো ব্যায়াম স্কিপিং, মানে দড়িলাফ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলছে, স্কিপিং চমৎকার ওয়ার্ক আউট (ব্যায়াম)। ২০ মিনিট স্কিপিং করলে ঘাম ঝরবে। সেই সঙ্গে শরীরের হবে চমৎকার কার্ডিও ওয়ার্কআউট। মন হবে চাঙা। দড়িলাফে মেলে চটজলদি শক্তি আর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। ব্যায়াম বিশেষজ্ঞরা এটাকে বলেন সম্পূর্ণ শরীরচর্চা। এতে হাত, পা ও পেটের সব পেশির ব্যায়াম হয়। বাড়ায় পেশির বল, শক্তি আর সহ্যক্ষমতা।

দড়িলাফের সঠিক কৌশল বলেছেন ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ টিম হ্যাফট। তাঁর পরামর্শ হলো

খুব উঁচুতে লাফ দেবেন না।

দড়ি ঘোরানোর জন্য কবজি ব্যবহার করুন, বাহু নয়।

তড়িঘড়ি নয়, ধীরেসুস্থে স্কিপিং করুন।

দড়ি যখন ফিরে আসবে, তখন পায়ের কাছে হাত টান টান করবেন না, কনুই বাঁকা করবেন না।

দুটো হাত সমানভাবে নিয়ে লাফান। কেবল একটি হাতে চাপ নেবেন না।

দড়ি ঘোরানোর সময় হাত যেন থাকে হিপের সামনে।

দড়ি যেন খুব লম্বা বা ছোট না হয়, বগল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা হবে।

ধীরে শুরু করুন, এরপর গতি বাড়ান।

এভাবে দড়িলাফ দিলে মিলবে সুফল।

শরীরেও বাড়তি চাপ পড়বে না এক দিনে। নিয়মিত এই ব্যায়াম চালিয়ে যান। শরীর থাকবে চনমনে।

ধূমপান ছাড়ার এখনই সময়

ধূমপান একদিকে যেমন ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়। অন্যদিকে হৃদ্‌রোগ, ক্যানসার, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদির ঝুঁকিও বাড়ায়। ফলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত অনেক বেড়ে যায়। আবার করোনা সংক্রমিত হলে অন্যদের তুলনায় ধূমপায়ীদের জটিলতা বেশি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কাজেই এই ভাইরাস প্রতিরোধে ধূমপান ছাড়ার কোনো বিকল্প নেই। আর এই সময়টাই হতে পারে এর জন্য শ্রেষ্ঠ সময়।ধূমপান ছেড়ে দিলে বিরক্তি, অস্থিরতা, মনোযোগে সমস্যা, ধূমপানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছাড়া মারাত্মক কোনো প্রত্যাহারজনিত সমস্যা হয় না। তাই ধূমপান ছাড়তে হলে কয়েকটি বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে:

১. ধূমপানের তীব্র ইচ্ছাকে দমন করুন। যেসব পরিস্থিতি ধূমপানের ইচ্ছাকে বাড়ায়, সেগুলো শনাক্ত করে মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকুন। প্রাথমিকভাবে এই আকর্ষণ তীব্র ও নিয়ন্ত্রণহীন মনে হলেও কিছু সময় পরই তা কমে যায়। কাজেই মনোযোগ অন্য কিছুতে সরিয়ে নিন। ধূমপানের ইচ্ছা হলেই পানি পান করুন। ধীর ও গভীরভাবে শ্বাস নিন-ছাড়ুন। ধূমপানের কুফলগুলো স্মরণ করুন। ২.যেকোনো নেতিবাচক চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করুন। বিকল্প ইতিবাচক চিন্তা করুন, নিজের ওপর আস্থা রাখুন। ৩.সুস্থ জীবনধারা মেনে চলুন। নিয়মিত ঘুম, খাওয়া, কাজ, বিনোদন, ব্যায়ামের রুটিন তৈরি করে মেনে চলুন। অধূমপায়ী বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন, তাদের কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন নিন। পরিবারকে গুণগত সময় দিন। প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলসমৃদ্ধ খাবার বেশি খান। ৪.এ সময় ধূমপায়ী বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে ধূমপানের সুযোগ কম। তারপরও কেউ আহ্বান করলে দৃঢ়তার সঙ্গে না বলুন। ৫.করোনাভাইরাস—সংক্রান্ত কিংবা অন্য যেকোনো প্রকার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভীতি, হতাশা, রাগ অথবা ঘুমের সমস্যা দূর করতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করুন। প্রয়োজনে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। ৬.ধূমপানের প্রত্যাহারজনিত তীব্র সমস্যা দূর করতে এবং পরে ধূমপানের আগ্রহ কমাতে অনেক সময় নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি; নিকোটিনযুক্ত চুইংগাম, লজেন্স, ত্বকে লাগানোর প্যাচ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তবে নিকোটিনসমৃদ্ধ অ্যারোসল ফুসফুসের সংক্রমণ ঘটিয়ে আরও ক্ষতি করতে পারে। তাই নিকোটিন স্প্রে হিসেবে না নেওয়াই ভালো।

কর্মহীনতায় ধুঁকছে শিলচরের ফিল্ড পাবলিসিটি অফিস, বঞ্চনার অভিযোগ 'আমরা বাঙ্গালী'-র

শিলচর (অসম), ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : একজন আইআইএস অফিসার, একজন ফিল্ড পাবলিসিটি অ্যাসিস্টেন্ট, একজন ক্লার্ক, দুজন এমটিএস এবং একজন ড্রাইভারকে নিয়ে ১৯৬০ সালের ২৫ জানুয়ারি সূচনা হয়েছিল শিলচরের ফিল্ড পাবলিসিটি অফিস। কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই অফিসটি আজ কর্মীহীনতায় ভুগছে। শুধুমাত্র চতুর্থ শ্রেণির একজন এমটিএস অফিসের দরজা জানালা খুলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অফিসের অস্তিত্ব ধরে রেখেছেন। দীর্ঘদিন থেকে স্থায়ী স্টাফ নিয়োজিত না করে গুরুত্বপূর্ণ অফিসটি চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ করেছেন 'আমরা বাঙ্গালী'র অসম প্রদেশ সচিব সাধান পুরকায়স্থ।

অনেক আগেই বরাকের ভৌগলিক মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছে শিলচর পঞ্চায়েত রোডে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিবিআই অফিস। বছর দুয়েক আগে শিলচর দূরদর্শন কেন্দ্রের বিপদ ঘণ্টা বেজেছিল। তখন তড়িঘড়ি শিলচরের একাংশ বুদ্ধিজীবী, সাংসদ রাজদীপ রায় এবং প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেবের তৎপরতায় তখনকার মতো মরে মরে বেঁচে গিয়েছিল প্রসার ভারতী আওতাধীন শিলচর দূরদর্শন কেন্দ্র।

এবার একই মন্ত্রালয় তথ্য ও সম্প্রচার দফতরের অধীনস্থ শিলচরের ফিল্ড পাবলিসিটি অফিস (ফিল্ড আউটরিচ ব্যুরো সংক্ষেপে এফওবি) বিভাগীয় ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনা ও স্থানীয় সাংসদ বিধায়কদের উদাসীনতার দরুণ বন্ধ হওয়ার পথে। যে-কোনও মুহূর্তে সিবিআই অফিসের মতো চিরতরে শিলচর থেকে উঠে যেতে পারে ফিল্ড পাবলিসিটি অফিস। বর্তমানে রাঙ্গিরখাড়ির বিএন মজুমদার স্বর্ণালঙ্কার প্রতিষ্ঠানের লাগোয়া বিল্ডিঙে স্টাফহীন অবস্থায় নামেমাত্র আছে অফিস। নেই কোনও সাইনবোর্ড। একজনমাত্র বয়স্ক ব্যক্তি চতুর্থ শ্রেণির এমটিএস কর্মী মাঝে-মধ্যে দরজা খুলে অফিসঘর পাহারা দেন। ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার (এফপিও), ফিল্ড পাবলিসিটি অ্যাসিস্টেন্ট (এফপিএ), করণিক (এলডিসি), ড্রাইভার প্রত্যেকটি পদ খালি রয়েছে দীর্ঘদিন থেকে।

এক সময় ভারত সরকারের জনহিতকর কর্মসূচিসমূহের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এই অফিস। সরকারি বিভিন্ন সাফল্যের খতিয়ান তথা জনকল্যাণমুখি প্রকল্পসমূহের সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসের। কিন্তু কালের প্রবাহে কর্মীশূন্যতায় নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের হতভাগ্য এই অফিস। অসমে ছয়টি ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসের মধ্যে ইতিমধ্যে হাফলং অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তেজপুর ও শিলচর এই দুটি সংকটজনক অবস্থায় বেঁচে আছে। এছাড়া অসমের ডিব্রুগড়, ডিফু ও বরপেটায় রয়েছে ফিল্ড পাবলিসিট অফিস। হাফলঙের অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিলচরের অফিসের কর্মসূচির পরিধি বরাকের তিন জেলা কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের পাশাপাশি ডিমা হাসও জেলাকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। শিলচরের ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার হিসেবে সুনামের সঙ্গে কাজ করে গেছেন মিহির করপুরকায়স্থ, সুদীপ্ত কর, শাশ্বতী ভট্টাচার্যরা।

বিগতদিনে ব্যাপক কর্মসংস্কৃতির দরুন শিলচর ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসের বর্ণময় অস্তিত্ব স্বমহিমায় বিরাজ করেছিল সমগ্র উপত্যকা জুড়ে। মিহিরবাবু ১৯৭৫ সালের ৪ মার্চ থেকে ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করে অফিসের গ্রহণযোগ্যতা ঊর্ধগামী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সাথে কথা বলে জানা গেছে, ১৯৬০ সালের ২৫ জানুয়ারি শিলচর অল ইন্ডিয়া রেডিও-র নিউজ এডিটর একে বসুর হাত ধরেই শিলচরে ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে জনৈক ডিআইপিআরও ডেপুটেশনে কাজ করেছেন ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসে। কিছুদিন একজন মিজো ভদ্রলোক কাজ করেছেন। মিহিরবাবুর অবসর গ্রহণের পর বেশ কয়েকবছর আধিকারিক শূন্য ছিল শিলচর ফিল্ড পাবলিসিটি অফিস। তার পর জনৈক সুদীপ্ত কর নিয়োজিত ছিলেন। ২০১২ সালের ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন শাশ্বতী ভট্টাচার্য। তিনি ১৯ ফেব্রুয়ারি শিলচর রেডিও স্টেশনে অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর (নিউজ) পদে পদোন্নতি পেয়ে চলে যাওয়ার পর থেকে কার্যত অচল হয়ে পড়ে শিলচরের ফিল্ড পাবলিসিটি অফিস।

শাশ্বতী ভট্টাচার্য আকাশবাণীতে যোগদান করার পর শিলচর ফিল্ড পাবলিটি অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে ডিব্রুগড়ের অফিসার প্রণবকুমার নাথকে। কিন্তু প্রণবকুমার নাথ করোনা অতিমারির জন্য লকডাউন ও কোভিড প্রটোকলের যাঁতাকলে পঙ্গু যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুন ডিব্রুগড়ে নিজের অফিসের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করে অতিরিক্তভাবে শিলচরে এসে অফিসের কর্মসংস্কৃতি রক্ষা করতে পারছেন না। ফলে শিলচর ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে যে মরীচিকা ধরেছে।

২০১৭ সালে ডিরেক্টরেট অব ফিল্ড পাবলিসিটি, ডিএভিপি এবং সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনকে একত্রীকরণ করে ফিল্ড আউটরিচ ব্যুরো করা হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার দফতরের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর (পিআইবি) নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে যাবতীয় কর্মসূচি। গুয়াহাটিতে রয়েছে পিআইবি-র রিজিওনাল অফিস। জানা গেছে, বছর তিনেক আগে পিআইবি নর্থ-ইস্ট রিজিওনের ডিরেক্টর জেনারেল কুলদীপ সিং দাতোয়ালিয়া গুয়াহাটিতে থাকাকালীন ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসের কার্যসূচির পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে ঘন ঘন শিলচর পরিদর্শনে আসতেন। অফিসের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও স্থায়ী অফিস বিল্ডিং রামনগরের কেন্দ্রীয় সদনে স্থানান্তরের জোর প্রচেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ করে ডিজি কুলদীপ সিং দাতোয়ালিয়া দিল্লি হেড কোয়ার্টারে প্রিন্সিপাল ডিজি পদে পদোন্নতি পেয়ে চলে যান। এর পর রামনগরে কেন্দ্রীয় সদনে স্থায়ী অফিস বিল্ডিং স্থানান্তরের পরিকল্পনা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে গুয়াহাটিতে ডিজি হয়ে আসেন বিশ্বনাথন। তিনিও অবসরে চলে গেলেন। তার পর গুয়াহাটি থেকে ডেপুটি ডিরেক্টর ড় ফারুকি একাধিকবার এখানে এসে পরিদর্শন করলেও বাস্তবে শিলচর ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

এমতাবস্থায় তীব্র ভাষায় উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন 'আমরা বাঙ্গালী'র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ। তিনি আক্ষেপ ব্যক্ত করে বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বরাক উপত্যকাকে বস্তুত মরুভূমিতে পরিণত করার চক্রান্ত করছে।

ভাষা সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে বরাককে বঞ্চনা ও শোষণের প্রয়াস চলছে। দেশের সর্বত্র সরকারি কার্যালয়গুলোকে ঢেলে সাজানো হলেও বরাকে বিদ্যমান দীর্ঘদিনের পুরনো অফিসের অবলুপ্তি ঘটানোর চক্রান্ত উদ্বেগের বিষয় বলে মন্তব্য করেন সাধন পুরকায়স্থ। তিনি এক্ষেত্রে বরাক উপত্যকার সাংসদ, বিধায়ক তথা জনপ্রতিনিধিদের নীরব ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ ব্যক্ত করেন।

কাঠুয়ায় সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন, পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): বিনা প্ররোচনায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সেনাছাউনি ও সীমান্তবর্তী এলাকা লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত ৯.১০ মিনিট থেকে বুধবার ভোর চারটে পর্যন্ত সৎপাল, মনিয়ারী, কারোল কৃষ্ণা এবং গুরনামে বর্ডার আউটপোস্ট এলাকায় গোলাগুলি বর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনা। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)ঊ গুলির লড়াই থেমে যায় বুধবার ভোর চারটে নাগাদ। গোলাগুলিতে সীমান্তবর্তী বেশ কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাতে ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে আশ্রয় নেন বহু মানুষ।

গুপকর প্রসঙ্গে পাল্টা বিজেপির নিন্দায় সরব কপিল সিব্বল

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি. স.): গুপকর গোষ্ঠীর সঙ্গে কংগ্রেসের যোগসাজশ নিয়ে সরব হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবার পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। কংগ্রেস সম্পর্কে যদি অমিত শাহের এমন ভাবনা থাকে তাহলে কি বিজেপি এবং পিডিপি জোট উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদকে ফিরিয়ে আনার জন্য তৈরি করা হয়েছিল বলে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন সিব্বল।

বুধবার রীতিমতো টুইট করে এ বিষয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কপিল সিব্বল। পাশাপাশি কংগ্রেসের সঙ্গে গুপকর গোষ্ঠীর আঁতাত প্রসঙ্গে যে খবর রটেছে তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন তিনি। পাশাপাশি আগে জম্মু ও কাশ্মীরে পিডিপির সঙ্গে জোট গড়ে বিজেপি যে সরকার গঠন করেছিল সে সম্পর্কেও কটাক্ষ ছুড়ে দেন সিব্বল। তিনি জানতে চান সেবার উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদ কে ফিরিয়ে আনার জন্য বিজেপির কি ভূমিকা ছিল। পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট করে দেন যে এবারের উপত্যকার জেলা প্রশাসনের নির্বাচনে প্রার্থী দেবে কংগ্রেস। উল্লেখ করা যেতে পারে, গুপকর গোষ্ঠী নিয়ে সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীকে অবস্থান স্পষ্ট করতে বলেছিলেন অমিত শাহ।

দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে সরব রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি. স.): অর্থব্যবস্থা নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং জিডিপি সংকটের মধ্যে রয়েছে। জনগণের আত্মবিশ্বাস ভেঙে পড়েছে। এটাকে কি আদৌ উন্নয়ন বলা হবে না বিনাশ বলে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

বুধবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং জিডিপি সংকটের মধ্যে রয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্বের পরিমাণ এতটা আগে কোনদিন ছিল না। জনগণের মনোবল ভেঙে পড়েছে এবং সামাজিক ন্যায় এর কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। এটাকে উন্নয়ন বলা হবে না বিনাশ ?

উল্লেখ করা যেতে পারে বেসরকারি লক্ষীবিলাস ব্যাংক এর বেহাল অবস্থা প্রেক্ষিতে এই টুইটে লিখেছেন রাহুল গান্ধী। এই ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার। ফলে এই ব্যাংকের গ্রাহকরা ২৫ হাজার টাকার বেশি অর্থ তুলতে পারবে না। ইয়েস ব্যাংকের পর লক্ষীবিলাস ব্যাংক হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যাংক যে এ রকম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছে

আগামী ২১ নভেম্বর থেকে দুদিন উমরাংসোতে ফ্যালকন উৎসব

হাফলং (অসম), ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : করোনা অতিমারির আবহেই শুরু হচ্ছে ফ্যালকন উৎসব। আগামী ২১ নভেম্বর থেকে উমরাংসোতে শুরু হচ্ছে ষষ্ঠ ফ্যালকন উৎসব। তবে করোনা আবহে কোভিড প্রটোকল মেনেই অনুষ্ঠিত হবে এবরের ফ্যালকন উৎসব। এই উৎসবের আয়োজক উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ।

আগামী ২১ নভেম্বর ফ্যালকন উৎসবের উদ্বোধন করবেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা। দুদিন ব্যাপী ফ্যালকন উৎসবে এবার কোনও বাইরের শিল্পী আসছেন না, জানান আয়োজক কমিটির সদস্য ডেইরিংদাও থাওসেন। তিনি জানান, এবারের ফ্যালকন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মেনে, এবং অবশ্যই সরকারি নীতি নির্দেশিকা অবলম্বন করে। তাছাড়া ফ্যালকন উৎসবে অংশগ্রহণকারী সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হবে। এবার শুধু স্থানীয় শিল্পীদের নিয়েই অনুষ্ঠিত হবে ফ্যালকন উৎসব। এবারের ফ্যালকন উৎসবে থাকব ইকো ট্যুরিজমের উপরে সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত বিপণি সহ লোকসংস্কৃতির প্রদর্শন ও পরম্পরাগত লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান। ডেইরিংদাও থাওসেন বলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উমরাংসো নিউ তুংবুং গ্রামে গলফ কোর্সে ২১ এবং ২২ নভেম্বর দুদিন ব্যাপী ফ্যালকন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে উমরাংসোতে চিন, সাইবেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পরিযায়ী আমুর ফ্যালকন পাখি আসতে শুরু হয়েছে। তাই এই নান্দনিক পরিবেশ উপভোগ করতে পর্যটকরা উমরাংসো আসতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে ফ্যালকন উৎসবের জন্য উমরাংসোতে লজ, হোটেল সবই বুকিং করে নিয়েছেন পর্যটকরা। তবে বাইরে থেকে আগত পর্যটকদের থাকার জন্য উৎসবস্থলে তাবুর ব্যবস্থা থাকবে। এর জন্য পর্যটকদের আয়োজক কমিটির কাছ থেকে ভাড়া নিতে হবে বলে জানিয়েছেন ডেইরিংদাও থাওসেন।

পয়লা অগ্রহায়ণের রাতে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি অসমে, বিস্তর ক্ষতি ধানের, মাথায় হাত কৃষককুলের

গুয়াহাটি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : গতকাল পয়লা অগ্রহায়ণের রাতে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়েছে। এতে উৎপাদিত সোনালি ফসল ধানের বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পাকা ধান গোলায় তোলার প্রাক্কালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের।

বন্যার পর অতি কষ্ট করে শালি ধানে খেত করেছিলেন কৃষকরা। পেকেওছিল যাথারীতি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত পুজোপাঠ করে গতকাল থেকে সোনালি ফসল কাটা শুরু করেছিলেন সংশ্লিষ্টরা। কিন্তু আচমকা মঙ্গলবারা রাতে নেমে আসে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি। এতে ধরাশায়ী হয়ে যায় বিস্তীর্ণ ধানের খেত।

বেশি ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছেন বিশ্বনাথ, গহপুর, যোরহাট, তিয়ক প্রভৃতি এলাকার কৃষিখেত। বহু খেতে হাটু জলের নীচে শুয়ে পড়েছে পাকা ধানের গাছ।

ফের রক্ত ঝরল আফগানিস্তানে, বোমা ফেটে মৃত্যু পুলিশ প্রধান-সহ ৫ জনের

কাবুল, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): সন্ত্রাসী হামলায় রক্ত ঝরছেই আফগানিস্তানে। এবার আফগানিস্তানের ফারিয়ব প্রদেশের কারামকুল জেলায় বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন সুরক্ষা বাহিনীর ৫ জন জওয়ান। মৃত ৫ জনের মধ্যে কারামকুল জেলার পুলিশ প্রধান সফর মহম্মদ বিদারও রয়েছেন। বুধবার সকালে সুরক্ষা বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য আরও বাহিনী নিয়ে কারামকুল জেলার "তালিবান অধ্যুষিত" এলাকায় যাচ্ছিলেন পুলিশ প্রধান সফর মহম্মদ বিদার।

সেই সময় রাস্তার ধারে থাকা বোমা বিস্ফোরণ হয়। পুলিশের মুখপাত্র আব্দুল করিম ইউরিশ জানিয়েছেন, বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন কারামকুল জেলার পুলিশ প্রধান সফর মহম্মদ বিদার-সহ ৫ জন জওয়ান। হামলার দায় স্বীকার করেনি কোনও জঙ্গি সংগঠন।

কঙ্গনা ও রঙ্গোলিকে সমন মুম্বই পুলিশের, ২৩-২৪ নভেম্বর হাজিরার নির্দেশ

মুম্বই, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): ভাইয়ের বিয়ের কারণে দু"বার মুম্বই পুলিশের সমন এড়িয়েছেন কঙ্গনা রানাউত ও তাঁর বোন রঙ্গোলি চান্দেল। তাই নতুন করে এই দুই বোনের জন্য সমন জারি করল মুম্বই পুলিশ। ২৩-২৪ নভেম্বর বান্দ্রা থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কঙ্গনা ও রঙ্গোলিকে। মুম্বই পুলিশ সূত্রের খবর, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের মাধ্যমে দু"টি গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় উত্তেজনার ছড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত কঙ্গনা ও রঙ্গোলি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (এ), ১২১, ১২১ (এ), ১২৪, ১৫৩(এ), ১৫৩(বি), ২৯৫(এ), ২৯৮ এবং ৫০৫ নম্বর ধারায় কঙ্গনা ও রঙ্গোলির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তাই পুনরায় সমন পাঠিয়ে আগামী ২৩ নভেম্বর কঙ্গনাকে ও ২৪ নভেম্বর রঙ্গোলি চান্দেলকে বান্দ্রা থানায় হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে মুই পুলিশ।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কঙ্গনা রানাওয়াতের পরিবারে বিয়ের হিড়িক লেগেছে। পর পর তাঁর দুই ভাই বিয়ের পর্ব সারল। অক্টোবরে তুতো ভাইয়ের বিয়ের পর, সদ্যই উদয়পুরে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং সম্পন্ন হল কঙ্গনার নিজের একমাত্র ভাই অক্ষতের। ভাইদের বিয়ের অনুষ্ঠানের জেরেই এর আগে দু"বার মুম্বই পুলিশের সমন এড়িয়ে গিয়েছেন কঙ্গনা রানাওয়াত ও রঙ্গোলি চান্দেল। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে ধর্মীয় উত্তেজনার ছড়ানোর অভিযোগে বান্দ্রা মেট্রোপলিটন আদালতের নির্দেশে মুম্বই পুলিশ গত মাসে কঙ্গনা ও রঙ্গোলির বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতা-সহ একাধিক ধারায় এফআইআর দায়ের করে। কাস্টিং ডিরেক্টর তথা ফিটনেস ট্রেনার মুন্নাওয়ার্লি সৈয়দের পিটিশনের শুনানিতে কঙ্গনা ও রঙ্গোলির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরর নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এই মর্মে প্রথমে ২৬ ও ২৭ অক্টোবর বান্দ্রা থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল কঙ্গনা ও রঙ্গোলিকে, তবে আইনজীবী মারফত তাঁরা ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সেই সমন এড়িয়ে যান। এরপর গত ১০ নভেম্বর কঙ্গনাকে মুম্বই পুলিশের সামনে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল সমন জারি করে। কিন্তু, সেই সময় ভাইয়ের বিয়ের জন্য উদয়পুরে ছিলেন নায়িকা। অবশেষে আগামী ২৩ নভেম্বর ও ২৪ নভেম্বর কঙ্গনা ও রঙ্গোলিকে বান্দ্রা থানায় উপস্থিত হতে বলা হল।

ভারভারা রাওকে হাসপাতালে ভর্তির নির্দেশ, পরিবারকেও দেখা করার অনুমতি

মুম্বই, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): ভীমা কোরোগাঁও মামলায় অভিযুক্ত তেলুগু লেখক ও কবি ভারভারা রাওকে চিকিৎসার জন্য নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি করার নির্দেশ দিল বম্বে হাইকোর্ট। পাশাপাশি উচ্চ আদালত জানিয়েছে, আদালতকে না-জানিয়ে ভারভারা রাওকে যেন হাসপাতাল থেকে না ছাড়া হয়। ১৫ দিনের জন্য চিকিতার অনুমতি দেওয়া হয়েছে রাওকে। আদালত আরও জানিয়েছে, রাওয়ের যাবতীয় চিকিৎসার খরচ বহন করতে হবে রাজ্য সরকারকে। শুধু তাই নয়, হাসপাতালের নিয়ম মেনে পরিবারের সঙ্গেও রাওকে দেখা করতে দিতে হবে।

মহারাষ্ট্রের তালোজা জেলে বন্দি রয়েছেন রাও। তাঁর শারীরিক অবস্থা ভাল নেই। ডিমেনশিয়া-র কারণে শয্যাশায়ী। ভারভারার মূত্রাশয়ঘটিত মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। জেলে ঠিক মতো চিকিতা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। অতএব রাওকে মুক্তি দেওয়া হোক এই মর্মে আবেদন জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাওয়ের স্ত্রী পি হেমলতা। এ দিন বিচারপতি এএস শিন্ডে এবং মাধব জামদারের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। তখন আদালত রাজ্য সরকারকে এই নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য, ভীমা কোরেগাঁও মামলায় ২০১৮-র আগস্ট মাস থেকে জেলে বন্দি রাও। তাঁর বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইনে একাধিক মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

মহারাষ্ট্রের ছট পুজোর ওপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ বিজেপির

মুম্বই, ১৮ নভেম্বর (হি. স.) : প্রকাশ্যে ছট পুজোর উপর জারি করা সরকারি নিষেধাজ্ঞা নিয়ে নিন্দায় সরব বিজেপি। দলের স্থানীয় বিধায়ক অতুল ভাতখলকর জানিয়েছেন সরকার হিন্দু সমাজের ভাবাবেগকে নষ্ট করার জন্য এরকম ভিত্তিহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন বিজেপির তরফ থেকে ছট পূজা আয়োজনের জন্য আগেই সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল। করোনার কারণ দেখিয়ে রাজ্য সরকার সেই অনুমতি দেয়নি। এমনকি মন্দির খোলার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার অনেক দেরি করে নিয়েছিল। সরকারের ভূমিকা পুরোপুরি হিন্দু বিরোধী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অপর বিজেপি নেতা সঞ্জায় পান্ডে জানিয়েছেন, ছট পুজো উত্তর ভারতীয়দের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। মুম্বই সহ গোটা মহারাষ্ট্রে বসবাসকারী উত্তর ভারতীয়দের জন্য ছট পুজোর মহিমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা এই উৎসব উদযাপন করে থাকে। উত্তর ভারতীয়দের ভাবাবেগকে মর্যাদা না দিয়ে রাজ্য সরকার ছট পুজোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী নবাব মালিক জানিয়েছেন, করুনার জন্য রাজ্য সরকার সমস্ত উৎসবকেই বাড়ির মধ্যে উদযাপন করতে বলেছে। উৎসব উদযাপনের ক্ষেত্রে সরকারের তরফে কোনো বাধা-নিষেধ নেই।

ভিড় না বাড়িয়ে ছট পুজোর আয়োজন করার আর্জি সরকারের তরফে করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কিন্তু ছট পুজোর ওপরে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে অধীর চৌধুরী

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি. স.) : সংসার ছেড়েছে অপু। রবিবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ষার অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। জ বুধবার চার দিন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় না ফেরার দেশে। বুধবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্ফ গ্রীনের বাড়িতে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

মঙ্গলবারই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের তিন দিনের কাজ সারেন অভিনেতার মেয়ে পৌলমী। দক্ষিণ কলকাতার এক মঠে এদিন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মার শান্তিতে কাজ করেন তার মেয়ে পৌলমী। আর এরপরই আজ বুধবার সকাল ১১টায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্ফ গ্রীনের বাড়িতে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সেখানে প্রায় ১৫ মিনিট থাকেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। দেখা করেন অভিনেতা মেয়ের সঙ্গে। প্রসঙ্গত, করোনাই যেন অনুঘটকের মতো অভিনেতাকে এগিয়ে নিয়ে গেল না-ফেরার দেশে। অভিনেতাকে যখন ৬ অক্টোবার বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল চিকিৎসার জন্য তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন ঠিকই কিন্তু পরবর্তীকালে করোনামুক্ত হয়ে যান অভিনেতা। কিন্তু চিকিৎসকদের সূত্রে জানা যায়, রবিবার মাল্টিঅর্গান ফেলিওর, ব্রেনডেথ হয়ে মৃত্যু হয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। শনিবার বিকেলের পর থেকেই চিকিৎসকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যান বর্ষীয়ান অভিনেতা।। রবিবার হাসপাতাল থেকে জানানো হয়, মৃত্যু হয়েছে সৌমিত্রের। ৪০ দিন ধরে বেলভিউতে ভর্তি ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই করোনামুক্ত শরীর একটু-একটু করে হারাতে বসেছিল রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষমতা। ফলে তাঁকে দীর্ঘদিন লাইফ সাপোর্টে রাখতেও হয়েছিল। শেষমেষ রবিবার ১২.১৫ নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। বর্ষীয়ান অভিনেতা এর মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সেখান থেকে অভিনেতার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় গল্ফ গ্রীনের বাড়িতে। সেখান থেকে টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান স্টুডিও সেখান থেকে রবীন্দ্রসদন। সেখান থেকে পদযাত্রা করে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মরদেহ নিয়ে আসা হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে রাজ্যের তরফে গান স্যালুটে অন্তিম বিদায় জানানো হয় বর্ষিয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। রবীন্দ্র সদন থেকে কেওড়াতলা মহাশ্মশান পর্যন্ত পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পদযাত্রার ছেয়ে গিয়েছিল অগণিত ভক্তদের ঢল। মোমবাতি হাতে নিয়ে প্রাণের অভিনেতাকে শেষ বিদায় জানায় অনুরাগীরা। আলোর উৎসব এর মাঝেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু যেন মুহূর্তের মধ্যে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার।

পুদুচেরিতে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ৩৬,৪৬৫, সক্রিয় রোগী ৭০৫ জন

পুদুচেরি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় পুদুচেরিতে নতুন করে মৃত্যু হয়নি কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত কোনও রোগীর। তবে, বিগত ২৪ ঘন্টায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৬ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৬,৪৬৫। ৩৬ হাজার ৪৬৫ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩৫,১৫২ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। পুদুচেরিতে করোনা কেড়েছে ৬০৮ জনের প্রাণ।

বুধবার পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। তবে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ১৯৪ জন ও ৩,৫৮৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭০৫।

শুভেন্দু অধিকারীকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না দল

কলকাতা, ১৮নভেম্বর (হি. স.): রাজনৈতিক মহলে ভালোই জলঘোলা হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে। সারা রাজ্যের শাসক দল কোন মতেই ছাড়তে চাইছেন না পরিবহন মন্ত্রী কে। অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী তাকে ঘরে ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই। এদিকে বিজেপি নেতার যোগদান প্রসঙ্গে যে গুঞ্জন উঠেছে তাও একেবারে উড়িয়ে দেয়নি গেরুয়া শিবির। সূত্রের খবর অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, সোমবারের পর মঙ্গলবার রাতে ফের একবার দলীয় সাংসদ এর সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, ভাইফোঁটার সন্ধ্যেতে কলকাতায় রাজ্যের শাসকদলের এক বর্ষীয়ান নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন পরিবহন মন্ত্রী। পুরো বিষয়টি রাখা হয়েছে কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে। এতটাই গোপনভাবে বৈঠক করা হয়েছে যে সেখানে এক পরিচিত ব্যক্তির গাড়িতে নিরাপত্তারক্ষীদের ছাড়াই পৌছল শুভেন্দু বাবু। এদিকে গোপন সূত্রে খবর একেবারে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় সেদিন। ওই বৈঠকের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রশান্ত কিশোরের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী। যদি এ প্রসঙ্গে এখনও দলের তরফে কিছু মন্তব্য করা হয়নি। শুভেন্দু অধিকারীর বারংবার কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়ে তিনি আদৌ শাসকদলের থাকবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নন্দীগ্রামে তার সভায় ভারতমাতা জিন্দাবাদ স্লোগান থেকে শুরু করে একের পর এক বাক্যবাণে রাজ্যের শাসকদলকে বিদ্ধ করা সবকিছুতেই রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িতে ছুটে গিয়েছেন প্রশান্ত কিশোর বৈঠক করেছেন তার বাবা শিশির অধিকারীর সঙ্গে। এটাতেও সরল হয়নি সমীকরণ। শুভেন্দু বাবু যাতে দল না ছাড়েন আপাতত এখন সেই চেষ্টায় শুরু করেছে ঘাসফুল শিবির।

৫ বেড়ে তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু ১,৪১৫ জনের, সুস্থতা ৯৪.৪২ শতাংশ

হায়দরাবাদ, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের খানিকটা বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯৪৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৫৯,৭৭৬ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৪১৫ জনের। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ২,৪৫,২৯৩ (৯৪.৪২ শতাংশ)।

বুধবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় ছয়ের পাতায়

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে দলের ব্যর্থতায় হতাশ সিব্বল

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচন ও একাধিক রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনে দলের অত্যন্ত খারাপ ফলের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। জানা গিয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে হওয়া কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই নিয়ে নিজের অসন্তোষের কথা জানান তিনি।

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আয়োজন করা হয়। বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন অম্বিকা সোনি, রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা, কে সি বেনুগোপাল, মুকুল ওয়াসনিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে বিহার বিধানসভা নির্বাচন, গুজরাট সহ, মণিপুর, মধ্যপ্রদেশ সহ অন্যান্য রাজ্যে হওয়া উপনির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে গরহাজির ছিলেন আহমেদ প্যাটেল এবং একে অ্যান্টনি। বৈঠকে কপিল সিব্বল দলের ভরাডুবি নিয়ে চূড়ান্ত হতাশা ব্যক্ত করেন।

গুজরাটে দু"টি ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ১১, আহত ১৫ জন

ভাদোদরা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): গুজরাটের ভাদোদরা শহরের উপকণ্ঠে দু"টি ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ১১ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় কমবেশি আহত হয়েছন আরও ১৫ জন। বুধবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের ভাদোদরা শহরের কাছে ওয়াঘড়িয়া ক্রসিং হাইওয়েতে। আহত অবস্থায় ১৫ জনকে স্থানীয় এসএসজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার ভোরে ওয়াঘড়িয়া ক্রসিং হাইওয়েতে দু"টি ট্রাকের তীব্র সংঘর্ষ হয়। একটি মিনি-ট্রাক অপর একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় একটি ট্রাকের সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের এবং ১৫ জন কমবেশি আহত হয়েছেন।

ভাদোদরার এসএসজি হাসপাতালের সুপার রঞ্জন আয়ার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের এবং ১৫ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করার পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে আহতদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সাহায্য প্রদানের জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সকালেই গুজরাটে আরও একটি দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুজরাটের সুরেন্দ্রনগর জেলার কোঠারিয়া গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন গাড়ির চালক। ফলে গাড়িটি উল্টে যায়, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ৪ জনের। পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু, উত্তপ্ত কামরূপের লাহ গ্রাম, পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেফতার স্বামী

শুয়ালকুচি (অসম), ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : কামরূপ গ্রামীণ জেলার শুয়ালকুচি থানার অন্তর্গত লাহ গ্রামে জনৈক গৃহবধূর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। নিহত গৃহবধূর মৃতদেহ তাঁর স্বামীগৃহ চত্বরে সৎকার করতে চাইলে উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। পুলিশের কর্মকর্তারা মৃতদেহটি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে অন্যস্থানে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। ইত্যবসরে অভিযুক্ত স্বামী কার্তিক দাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার সন্ধেবেলা পিকু দাস নামের জনৈক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছিল। এ ঘটনাকে গ্রামের মানুষ এবং পিকু দাসের বাপের বাড়ির লোকজন সহজে নিতে চাইছেন না। তাঁদের দাবি, এটা এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। কেননা, বিয়ের পর থেকে পিকুর স্বামী কার্তিক দাস এবং তার শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর, ভগ্নিপতিরা যৌতুকের জন্য প্রচণ্ড মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাতেন। এ ধরনের বহু ঘটনার সাক্ষী গ্রামের বাসিন্দারা। এক সময় গৃহবধূ পিকু দাসকে তাঁর বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছিল স্বামী কার্তিক দাস ও তার পরিবারের সদস্যরা। কেবল তা-ই নয়, মৃত পিকুকে মোবাইল ফোনে যোগাযোগও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পিকুর বাপের বাড়ির সদস্যরা জানান, মৃত্যুর সময় পিকু পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের শীঘ্র গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক দাবিতে গতকাল সকালের দিকে প্রায় তিন শতাধিক মহিলা এক প্রতিবাদী মিছিল সংগঠিত করেন। মিছিলে অংশগ্রহণকারী মহিলারা শুয়ালকুচি থানা বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘেরাও করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছেন। ময়না তদন্তের পর বিকেলে পিকু দাসের নশ্বর দেহ তাঁর স্বামীগৃহে আসে। অঞ্চলের জনতা এবং প্রয়াতের বাপের বাড়ির লোকজন মৃতদেহটি স্বামী কার্তিক দাসের বাড়ি চত্বরে সৎকার করার তোড়জোড় করেন। তখন পরিস্থিতি বিগড়ে যায়। একাংশ দুষ্টচক্র অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঘটনাস্থলে মোতায়ন পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর ওপর পাথরবৃষ্টি শুরু করে। এমতাবস্থায় উপায়ান্তর হয়ে লাঠি চালাতে হয় পুলিশ ও সিআরপিএফ-কে। পাথর ও লাঠির ঘায়ে কয়েকজন পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দা আহত হয়েছেন। পরে রাত প্রায় ১০টা নাগাদ পুলিশের সহায়তায় বাপের বাড়ির লোকজন এক নির্দিষ্ট স্থানে পিকু দাসের সৎকার করেন।

ইতিমধ্যে পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী কার্তিক দাসকে গ্রেফতার করেছে। তবে তার মা-বাবা, ভাই এবং ভগ্নিপতি ফেরার। তাদের শীঘ্র গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছেন নিহত পিকুর বাবার বাড়ি এবং গ্রামের মানুষ।

৩৬৬৮ জন

তিনের পাতার পর

দাঁড়িয়েছে ৪লাখ ৪১হাজার ৮৮৫জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৪লাখ ০৭হাজার ৭৬৯জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৭৮২০জনের।

এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৭৪জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৯১২ জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। বর্তমানে এখন করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬৯০২জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৮০৫জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৮৭৯জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৪হাজার ৫১৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫৩লাখ ৪৫হাজার ৬৮১টি। এখন রাজ্যে ৯৫টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দুদিনের সফরে বাঁকুড়ায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া , ১৮ নভেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বাঁকুড়া সফরের রেশ কাটতে না কাটতেই দু''দিনের সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ স্থির না হলেও এই সফরকে প্রাক নির্বাচনী সফর বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

বাঁকুড়া তথা জঙ্গল মহলে গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি হয়েছে। সেই ক্ষতে নুন ছিটিয়ে দিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বময় কর্তা অমিত শাহ। আদিবাসী অধ্যুষিত বাঁকুড়া জেলায় ঢালাও উন্নয়ন করেও জেলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার দল তৃণমূলের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন বিগত নির্বাচনে। সম্প্রতি অমিত শাহ বাঁকুড়া এসে একটা গমক তৈরি করে দিয়ে গেছেন।এসব উপলব্ধি করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তড়িঘড়ি বাঁকুড়া সফরের সিদ্ধান্ত। সেই বাঁকুড়া জেলার মানুষের মন বুঝতে এবং তাদের ভরসা জোগাতে দু''দিনের বাঁকুড়া সফরে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে আগামী ২৪ ও ২৫ নভেম্বর তিনি বাঁকুড়ায় থাকবেন। ২৪ নভেম্বর প্রশাসনিক বৈঠক করে ২৫ তারিখ একটি জনসভা করবেন তিনি। সেই জনসভা কোথায় হবে তার সভাস্থল পরিদর্শন করতে বুধবার শুনুক পাহাড়ির মাঠ পরিদর্শন করেন জেলা সভাপতি তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা। তার সঙ্গে ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও, জেলা পরিষদের সভাধিপতি মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু, মেন্টর অরূপ চক্রবর্তী, বিধায়ক শম্পা দরিপা সহ দলীয় নেতারা। শুনুক পাহাড়ির যে মাঠটি এদিন মুখ্যমন্ত্রী জনসভার জন্য দেখা হয় সেই মাঠেই ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা করে গেছেন। সে কারণে এই মাঠে জনসভার আয়োজন করতে দলীয় নেতাকর্মী ও পুলিশ প্রশাসনকে ততটা বেগ পেতে হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী ভোট ব্যাংকই শুধু নয় সাধারণ ভোটাররাও যে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দূরে সরে গেছেন তার প্রমাণ মিলেছিল ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে। সেই ধারা লোকসভা নির্বাচনেও অব্যাহত ছিল। ২০১১ সালে বাঁকুড়ায় ছিল ১৩ টি বিধানসভা আসন। এই নির্বাচনে১০-৩ ফলে তৃণমূল জয়লাভ করেছিল এই লালমাটির লাল দুর্গে। ২০১৬ সালে ১ টি কমে ১২ টি বিধানসভা হয়। তার মধ্যে ৫ টি জেতা আসনে হারতে হয়েছিল বাম কংগ্রেস জোটের কাছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট না হলেও জঙ্গলমহলে যে কটিতে ভোট হয়েছিল সেখানেও বিজেপির উত্থান দেখে তৃণমূল তাদের আত্মবিশ্বাস হারায়নি। লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর এবং অমিত শাহ বাঁকুড়া সফরে এসে আদিবাসী বাড়িতে ভোজন ও বিরসা মুন্ডাকে ভগবান বলে শ্রদ্ধা জানানোর পর তৃণমূলের টনক নড়েছে বলে মনে করছেন জেলার রাজনৈতিক মহলের বিশেষজ্ঞরা। অমিত সাহার এই কর্মসূচির পর পরই তৃণমূলের জেলা নেতারা আদিবাসীদের কাছে টানতে বিরসা মুন্ডা মূর্তি নিয়ে আসরে নামে। পোয়াবাগানে ৪৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট বিরসা মুন্ডার মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নে ওয়া হয়েছে। এদিকে বিধানসভা ভোটের আগে প্রশাসনিক বৈঠকে সমস্ত কিছু জেনে নিয়ে জনসভায় ভোটারদের মান ভাঙানোর চেষ্টা করবেন মুখ্যমন্ত্রী এমনই অভিমত প্রকাশ পেয়েছে।

সাপ্লি জটিলতায় রাস্তায় বসে ধরনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদেব

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি স): করোনা আবহে ভুগছে শহর। যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে পথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েশনে সাপ্লি পাওয়া ছাত্র ছাত্রীরা। সাপ্লি জটিলতায় বুধবার কলেজস্ট্রিট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় পড়ুয়ারা।

ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে স্নাতকোত্তরে ভর্তি। কিন্তু স্নাতকোত্তরে ভর্তি হতে গেলে গ্রাজুয়েশনে কোনও বিষয়ে সাপ্লি থাকলে ভর্তি নেওয়া সম্ভব হয় না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ছাত্রীর দাবি, তারা গ্রাজুয়েশনে সাপ্লি পেয়েছে। তাই অবিলম্বে সাপ্লি পরীক্ষা নিয়ে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সুযোগ করে দেওয়ার দাবি তাদের। নভেম্বর মাসের মধ্যেই পরীক্ষা নিয়ে ফল প্রকাশের দাবি ছাত্র-ছাত্রীদের। স্নাতকোত্তরে ভর্তির দিনক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়াতে ভর্তিতে জটিলতা এই অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গ্রাজুয়েশন সাপ্লি পাওয়া ছাত্র ছাত্রীদের। ছাত্র-ছাত্রীদের আরও দাবি উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সময়সীমা বাড়াতে হবে। এই সকল দাবি নিয়ে দিন কলেজস্ট্রিট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সাপ্লি পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা।

৯৪.৪২ শতাংশ

পাচের পাতার পর

নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯৪৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৪৫,২৯৩ জন করোনা-রোগী। মঙ্গলবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৩,০৬৮ জন। এযাবৎ তেলেঙ্গানায় ৪৯,৭২,৪০৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় টেস্ট হয়েছে ৪২,৪৩৩ জনের স্যাম্পেল।

ক্ষুব্ধ কন্যা

তিনের পাতার পর

তাই বলে দেয়। সোশ্যাল মিডিয়া বলে যা খুশি তাই চলে!" পরে কমেন্টে আবার লেখেন, এর বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হবেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, লালবাজারের সাইবার ক্রাইম বিভাগে ইতিমধ্যেই অভিযোগ জানিয়েছেন সৌমিত্রকন্যা।

এদিকে, লাগাতার রিপোর্ট করার জন্য পৌলমীর পোস্ট করা লিংকটি সরিয়ে দিয়েছে ফেসবুক। তবে তার আগেই ওই লিংকের লেখা হোয়াটসঅ্যাপ-সহ অন্যান্য মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। অনেকেই এই পরিস্থিতিতে তাঁকে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আবার অনেকের বক্তব্য, সৌমিত্রবাবুর কন্যা বিবাহবিচ্ছিন্না, পুত্র কর্মহীনএই বাস্তব কথাগুলো ফেসবুকে উঠে এসেছে। এগুলো তো মিথ্যে নয়!

বিনোদ সনকর

তিনের পাতার পর

তিনি আরও বলেন, 'বাংলায় রাষ্ট্রবিরোধী সরকার চলছে। উন্নয়ন বিরোধী, তোষনকারী সরকার চলছে। এই সরকার গনতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। রাজ্যে বিজেপি কর্মীদের চিহ্নিত করে খুন করা হচ্ছে। তাই বাংলার মনুষ মনস্থির করে নিয়েছে, এই সরকারকে উপড়ে ফেলার। বাংলার জনতা এই সরকার থেকে মুক্তি চাইছে। তাই বাংলায় পরিবর্তন ঢেউ চলছে।' তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষ উন্নয়ন চায়, শান্তি চায়, রোজগার চায়। তাই কেন্দ্রে যেমন বিজেপি, রাজ্যেও বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে চায় বাংলার জনতা। এবং এক ডবল ইঞ্জিনের সরকার গঠন হবে। এমন সরকার গঠন হবে। যেখানে আইনের প্রতিষ্ঠা পাবে। শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করবে। উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' বিজেপির রাজ্যে মুখ না থাকায় তৃণমূলের কটাক্ষ করা প্রসঙ্গে বিনোদ সনকর বলেন,' এটা হতাশায় বলছে। দিদি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।' তিনি বলেন,' বিজেপি বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। ১৭ কোটি সদস্য রয়েছে। পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত কার্যকর্তা রয়েছে। বুথ থেকে রাষ্ট্রীয়স্তর কার্যকর্তা রয়েছে। তাই প্রার্থী বাছাইয়ে সময় লাগবে না।' তিনি বলেন,' গত লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় ৪২ শতাংশ ভোট পেয়েছে বিজেপি। বিধানসভা ভোটে ৫০ শতাংশের বেশী ভোট পেয়ে বিজেপি সরকার গঠন করবে।' আবার বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জি এক ধাপ এগিয়ে এরাজ্যে মিম র প্রার্থী দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন,' মিম কে মমতা ব্যানার্জী ভাড়া করে নিয়ে এসেছে।'

ঝাড়গ্রামে কোভিড হাসপাতল পরিদর্শনে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের অফিসাব

ঝাড়্গাম,১৮ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার ঝাড়গ্রামে কোভিড হাসপাতাল পরিদর্শনে এসেছিল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (কোভিড)। এদিন কোভিড হাসপাতালে পরিদর্শন করে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল সংলগ্ন কোভিড হাডপাতালের পরিকাঠামে পরিদর্শনে এসেছিলেন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি গোপাল কৃষ্ণ ঢাল।তিনি কভিড হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের সাথে কথা বলেন।তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে চান।কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্সদের সাথেও কথা বলেন। তার সাথে ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা, ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার ইন্দ্রনীল সরকার সহ হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসক।

কোভিড হাসপাতালের পাশাপাশি ঝাড়গ্রামে হাসপাতাল থেকে দেড় কিমির মধ্যে বাদরভেলায় করোনা ইউনিটও পরিদর্শন করেন।ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্র জানা গিয়েছে এই মুহূর্তে কোভিড হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সাতাশ জন।কোভিড ইউনিটে ভর্তি রয়েছেন চার জন।এই বিষয়ে ঝড়গ্রামের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা বলেন ' এদিন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (কোভিড হাসপাতাল এবং কোভিড ইউনিট পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। তিনি কোভিড হাসপাতালের পরিকাঠামো দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।' উল্লেখ্য এর আগেও রাজ্য থেকে কোভিড হাসপাতাল পরিদর্শনে এসেছিলেন অফিসাররা।তখন স্ট্রং রুম এবং কোভিড হাসপাতালের পরিকাঠামো দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তারা।উল্লেখ্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিন অনুযায়ী ঝাড়গ্রাম জেলায় এই মুহূর্তে মোট করোনা আক্রান্ত ২২৪৩ জন। জেলায় মোট করোনা মুক্ত হয়েছে ২১০৫ জন।মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। বর্তমানে অ্যাকটিভ করোনা আক্রান্ত জেলায় মোট ১২৫ জন। গত ২৪ ঘন্টায় ঝাড়গ্রাম জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ২১ জন।

চাকুরীর

● প্রথম পাতার পর

দল শিক্ষা দপ্তুরের যুগ্ম অধিকর্তার সাথে দেখা করে দাবি সনদ তুলে দেন। যুগ্ম অধিকর্তা জানান বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা।

লিঙ্গের

● প্রথম পাতার পর

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই এই রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

এদিকে, জন্মের সময় লিঙ্গের সর্বনিম্ন আনুপাতিক হার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মণিপুরে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৭৫৭ জন, লাক্ষাদ্বীপে ৮৩৯ জন এবং দমন অ্যান্ড দিওতে ৮৭৭ জন মহিলা রয়েছেন। অন্যদিকে, প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় দিল্লিতে লিঙ্গের আনুপাতিক হার ৯২৯ জন, হরিয়ানায় ৯১৪ জন এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ৯৫২ জন মহিলা রয়েছেন। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৮ সালে ২.৩৩ কোটি নথিভুক্ত শিশুর জন্ম বিগত বছরের ২.২১ কোটি থেকে বেড়েছে।

সাংসদ

● প্রথম পাতার পর

যে কোন মৃত্যু কষ্ট দেয়। কিন্তু শহিদের মৃত্যু যেমন কষ্ট দায়ক, তেমনি গর্বের বিষয়। সুদিপ সরকার দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে আত্মবলিদান করেছে। শহিদ জওয়ানের পরিবারের জন্য গর্ববোদ করছে রাজ্যবাসি।

শহিদ সুদিপ সরকার নতুন প্রজন্মের কাছে প্রেরনা। আগামি প্রজন্মের ছেলেরা দেশ রক্ষায় এগিয়ে আসবে। তিনি আরও জানান মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে শহিদ সুদিপ সরকারের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক এইদিন মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে শহিদ সুদিপ সরকারের মায়ের হাতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চেক ও স্ত্রীর হাতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে।

৩০-৩৫ বছর

● প্রথম পাতার পর

এমএসএমই সেক্টর এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো কাজ করার জন্য। সেই দিশাতেই কাজ করছে সরকার, বলেন তিনি।

বিপ্লব দেবের সাফ কথা, ২০২৩-এ ভারতীয় জনতা পার্টির সামনে দাঁড়ানোর কোনও রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা নেই। আমি সেই সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। কোন রাজনৈতিক দল এবং কোন রাজনেতার নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসবে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে জানতে চেয়েছেন তিনি। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন, আগামী ৩০-৩৫ বছর ত্রিপুরায় অন্য কোনও পার্টির ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা নেই। তাই কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ, সরকারি প্রকল্পগুলির বিষয়ে অবগত থাকুন।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয় সেজন্য মহকুমা শাসকের কাছে তারা দাবি জানিয়েছেন।

মহকুমা শাসক তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন প্রতিটি পরিবারকে আপৎকালীন সাহায্য হিসেবে ৫০০০ টাকা প্রদান করা হবে। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পর সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।সিপিআইএম প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সদর মহকুমা শাসকের কাছে দাবি জানিয়েছেন যতদিন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব না হবে ততদিনপর্যন্ত তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে আবাসন তৈরি করে দিতে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন। সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহাপর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে বলে সিপিআইএম প্রতিনিধি দলের সদস্যদের আশ্বস্ত করেছেন।

সমিতির

● প্রথম পাতার পর

সরকারকে একাধিকবার অবহিত করা হলেও সরকার কোনরকম দায়িত্ব নিয়ে নারী সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনা রদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। আদালত থেকে যে সমস্ত ধারা অনুযায়ী নারী সংক্রান্ত ঘটনা মোকাবিলা করার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলির প্রশাসনকে, ত্রিপুরা রাজ্যের থানার গুলিতে সেইসব ধারা অনুযায়ী দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। ফলে দুষ্কৃতীরা প্রতিদিন ভয় মুক্তভাবে অপরাধ জনক ঘটনা করে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এমনকি সরকার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে নারী সংক্রান্ত ঘটনা বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চাইছে না। সরকার যদি কোনরকম আইনত কঠোর সিদ্ধান্ত না নেয় তাহলে আগামী দিনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনে যাওয়া হবে। গোটা রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুশিয়ারি দেন তিনি।

নাবালিকা

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয়।

সে বেশ কিছুদিন ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছি ল।শেষ পর্যন্ত গত ৯ নভেম্বর ব্যাঙ্গালোর থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে।তাকে আদালতে প্রেরন করা হলে প্রাথমিকভাবে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছিল। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তাকে পুলিশ রিমান্ডে পাঠানোর জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। পুলিশ রিমান্ডের ওপর শুনানির পর আদালত তাকে দু দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠায় ।অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

পেস্তায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর (হি স) : শহরজুড়ে উৎসবের মরসুম। দূর্গাপুজো কালীপুজো চলে গেলেও বকি এখনও জগদ্ধাত্রী পুজো। যদিও করোনা আবহে ভুগছে শহর।করোনা আবহের মাঝে এবার জগদ্ধাত্রী পুজোর আনন্দে গা ভাসিয়েছে শহরবাসী। বুধবার পেস্তায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য অচেনা ভাইরাস করোনা।

চোরের হানা

আটের পাতার পর

টহল দিলে পর পর এসব চুরির ঘটনা কোনভাবেই সংগঠিত হতে পারত না বলে তারা দাবি করেন। পুলিশের নিষ্ক্রিয় তাকেই তারা এজন্য পুরো ভাবে দায়ী করেছেন।নাগের জলা সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানো জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

ক্রীড়ামন্ত্রী

আটের পাতার পর

২০২০-২১ অর্থবছরে ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচির রূপরেখা বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে বিস্ত'ত আলোচনা করেন। এছাড়া পশ্চিম, গোমতী, ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিকগণ গত অর্থবছরে তাদের ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা করেন। উক্ত সভায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব শরদিন্দ চৌধুরী সহ রাজ্য কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

চাষী ও দিন মজুর শ্রমিকদের পক্ষে কোনভাবেই হাজার বারোশো টাকা গাড়ি রিজার্ভ করে শহর এলাকায় এসে চিকিৎসা করানো কোনভাবে সম্ভব নয়।

এমনটাই জানালেন এক জুমিয়া। তাদের অভিযোগ স্বাস্থ্যকর্মীরা সঠিকভাবে ওই এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সফর করেন না। গেলেও গ্রামের কোন খবরা-খবর উনারা রাখেন না। কোন ধরনের ঔষধের ব্যবস্থা নেই ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এছাড়াও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীদের। এখন প্রশ্ন যদি এইভাবে এলাকায় রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে আর দেরি নয় বিগত দিনের মতো আবারো মৃত্যুর মিছিল লেগে যাবে ওই প্রত্যন্ত এলাকায়। এলাকাবাসীর দাবি অতিসত্বর ওই এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দিকে নজর দিক দপ্তর।

গণধর্ষিতা

● প্রথম পাতার পর

গণধর্ষণ চালায় আরও ৫ যুবক ও গাড়ির চালক। তারপর দুই যুবতী সুযোগ বুঝে ঘটনাস্থল থেকে পলায়ন করে স্থানীয় অসমের নিলাম বাজার থানায় একটি গণ ধর্ষণের মামলা রুজু করে।গণ ধর্ষণের মামলা ও ধর্ষিতা দুই মহিলার জবানবন্দির উপর ভিত্তি করে অসম পুলিশ ঘটনাস্থলে সরজমিনে তদন্ত চালিয়ে বহু সামগ্রী জব্দ করে।সাথে আটক করে গণধর্ষণকাণ্ডের সাথে জড়িত এক নরপিচাশকে।

ধৃত যুবক স্থানীয় নিলাম বাজারের আব্দুল আহাদ।তারপর ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পরের দিন গনধর্ষন কান্ডের সাথে জড়িত নিলাম বাজার এলাকা থেকে আরো তিনজনকে আটক করে অসম পুলিশ। পাশাপাশি এ দিন রাজ্যের চুরাইবাড়ি থানার সহযোগিতা নিয়ে ফুলবাড়ি এলাকা থেকে গনধর্ষন কান্ডে ব্যবহৃত জ্ঞ৩৩ঞ/৬৯৪৫ নম্বরের সাদা রঙের টাটা ইন্ডিকা গাড়ি সহ ঐ এলাকার সুফান আলি ও ও আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করে অসম পুলিশ। বর্তমানে গনধর্ষন কান্ডে অভিযুক্ত ৬ ধর্ষনকারী অসমের জেল হাজতে।

এদিকে রাজ্যের দুই মাঝবয়সী মহিলা গনধর্ষন কান্ডে জড়িতদের কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি রাজ্যের বিভিন্ন হলের। অপরদিকে আজ সরজমিন ধর্ষিতার বাড়িতে পরিদর্শনে গেলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী ধর্ষিতার বাড়িতে গিয়ে তাদের পরিবারের কাছ থেকে বিস্তারিত ঘটনার খোঁজখবর নেন। ধর্ষিতার পরিবার সূত্রে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন জানতে পারেন যে,১৩ নভেম্বর অর্থাৎ গত শুক্রবার শনিছড়া এলাকা থেকে সাদা রংয়ের একটা গাড়ি দিয়ে ধর্ষিতা মাঝবয়সী দুই মহিলা আসমের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন।

আর মাঝে রাস্তাতেই গণধর্ষণের শিকার হন রাজ্যের মাঝবয়সী দুই জনজাতি মহিলা।বর্তমানে তদন্তের স্বার্থে গণধর্ষণের শিকার দুই মাঝবয়সী মহিলা অসমের করিমগঞ্জ জেলায় রয়েছেন বলে জানান চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী।ধর্ষিতার পরিবারের দাবি সঠিক তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের। পাশাপাশি রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্নালী গোস্বামী ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

কাঞ্চনপুরে

● প্রথম পাতার পর

পুনর্বাসন নিয়ে আপত্তির জেরে কাঞ্চনপুরে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি আহূত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার জন্য আগামীকাল সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

এদিন কাঞ্চনপুর মহকুমায় ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও জেএমসি-র নেতৃত্বে মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে দাবি না মানা হলে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হবে না, তাতেই তারা অনড় রয়েছেন। জেএমসি-র আহ্বায়ক সুশান্ত বিকাশ বড়ুয়া বলেন, আজ আমাদের এই আন্দোলনকে বিজেপি এবং বামফ্রন্ট-এর সমর্থন মিলেছে। সিপিএম-এর প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য ললিত দেবনাথ এবং বিজেপি-র মণ্ডল সভাপতি সহ শীর্ষ নেতৃত্ব আজ আমাদের সাথে এক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সাফ জানিয়েছেন, ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে জেএমসি-র দাবি যুক্তিসংগত। তাই, জেএমসি-র পাশে আমরা রয়েছি, বলেন সুশান্ত বিকাশ বড়ুয়া। তিনি জানান, বিজেপি-র মণ্ডল সভাপতি গৌতম রায়, সহ সভাপতি রবীন্দ্র কর, অরুণ নাথ এদিন তাঁদের সাথে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর কথায়, ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে সর্বোচ্চ ৫০০ পরিবারকে কাঞ্চনপুরে বসবাসের ব্যবস্থা করা, বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সহ ক্ষতিপূরণ, বিদ্যুৎ এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের দরপত্র বাতিল ও চারটি স্থান তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি পূরণ করতেই হবে। নয়তো, অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে না। তিনি বলেন, ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে ত্রিপুরা সরকারকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে কোনও সুরাহা হয়নি। এখন মুখ্যসচিব কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলে তবেই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই তাদের উৎপাত সহ্য করতে হচ্ছে। গতকাল ব্রু-দের ভয়ে ২৮০ পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, স্থানীয়দের বাড়ি থেকে চারটি গরু ব্রু শরণার্থীরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। অথচ, পুলিশের কোনও হেলদোল লক্ষ্য করা যায়নি। তাঁর দাবি, কাঞ্চনপুরে শান্তি বজায় রাখার জন্য জেএমসি-র দাবি সরকারকে মানতেই হবে।

এদিকে, জেএমসি-র সদস্যরা আইপিএফটি-র স্থানীয় বিধায়ক প্রেমকুমার রিয়াঙের বিরুদ্ধে ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ফলে, স্থানীয় বিধায়ক হলেও শাসকদল বিজেপি এবং বিরোধী সিপিএমের তুলনায় তাঁকে অনেকটা কোণঠাসা দেখাচ্ছে। তাই, ব্রু শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর অভিযোগ খণ্ডন করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, রেশন বন্ধ করে দেওয়ায় মানবিক দৃষ্টি থেকে ব্রু শরণার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু, ত্রিপুরায় পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কখনওই আবেদন জানাইনি। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরা সরকার মনে করেছে ব্রু শরণার্থীদের রাজ্যে পুনর্বাসন দেওয়া উচিত, সেই মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে স্থানীয় বিধায়ক হলেও ত্রিপুরা সরকার আমার মতামত জানতে চায়নি। তাঁর দাবি, ব্রু শরণার্থী সংক্রান্ত কোনও কমিটিতে আমাকে রাখা হয়নি। ফলে, ব্রু-দের পুনর্বাসনের সাথে আমাকে জড়িয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হচ্ছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ব্রু-দের পাশে দাঁড়ানো নিয়ে রাজনৈতিক চালের স্বীকার হয়েছি আমি। কারণ, ত্রিপুরা সরকার সকলের মঙ্গল ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে অযথা আমাকে জড়ানো হচ্ছে।

ক্রীড়াঙ্গন

তামিম-কোহলির মধ্যে মিলও কম নেই

পরিসংখ্যানের বিচারে তামিম ইকবাল ও বিরাট কোহলির মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকলেও কিছু কিছু জায়গায় দুজনের মধ্যে রয়েছে দারুণ মিল

আগমনী বার্তাটা ভারতকে পেয়েই দিয়েছিলেন তামিম ইকবাল। ২০০৭ বিশ্বকাপে সেরা ফর্মের জহির খানকে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে ছক্কা মেরে তামিম পুরো বিশ্বকে যেন জানান দিয়েছিলেন, আমি থাকতেই এসেছি।

সেখান থেকে তামিম দেখেছেন অনেক উত্থান-পতন। খুব ভালো সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। খুব বাজে সময়ও পার করেছেন।বিশ্বসেরাদের একজন হওয়ার ইচ্ছে ও প্রচেষ্টা সবসময়ই তাঁর ছিল। সেই তেড়েফুঁড়ে ছক্কা মারা ছেলেটি এখন বাংলাদেশ ওয়ানডে দলের অধিনায়ক।বিরাট কোহলির গল্প কিছুটা ভিন্ন। অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক হয়ে পরিচিতি পেয়ে যান খুব অল্প সময়েই।প্রতিভা তো ছিলই। কিন্তু ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোহলির শুরুটা তামিমের মতো চমকে দেওয়া ছিল না। অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি তাঁকে দলেই নিতে চাননি।নির্বাচকদের পছন্দে ২০০৮ সালে শ্রীলঙ্কার বিমান ধরেন কোহলি। এরপর যতই সময় গড়িয়েছে, কোহলি উন্নতি করেছেন লাফিয়ে লাফিয়ে। রাহুল দ্রাবিড় বলতেন, ''কোহলিকে আমি যতবারই দেখি, আগেরবারের থেকে ভিন্ন ক্রিকেটার মনে হতো। প্রতিবারই তাঁর কিছু না কিছু উন্নতি অবাক করত।'' উন্নতির ধারা এখনো থেমে যায়নি। তাই তিন সংস্করণের ক্রিকেটে গত কয়েকবছর ধরেই কোহলি বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। দেশের অধিনায়ক হয়েও কোহলির রেকর্ডও ঈর্ষা করার মতো।

সেই ২০০৭ থেকে শুরু, এখনো কোহলির ভারতকে ঠেকাতে তামিমের দরকার পড়ে বাংলাদেশের। বাংলাদেশ, ভারত দুই দলকেই তামিম ও কোহলির ব্যাটিংয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। ব্যাটিংয়ের ধরনেও ভালো মিল আছে দুজনের। তারা গতির বিপক্ষে ব্যাটিং করতে বেশ পছন্দ করেন।

আগ্রাসী মেজাজের ব্যাটিং দুইজনকে এক করে। একই বলে দুই-তিন রকমের শট খেলার সামর্থ্য রাখেন কোহলি-তামিম। বিশেষ করে প্যাডের ওপরের বলে দুজনই ভয়ংকর।পেছনের পায়েও সমান কার্যকর। কবজির মোচড়ে সেরা বোলারদেরও বাউন্ডারি ছাড়া করেন।

স্পিনেও সাবলীল। বাংলাদেশের মাটিতে স্পিন উইকেটে তামিমের বেশ কিছু বড় ইনিংস আছে। কোহলিও স্পিন স্বর্গ জয় করেছেন বেশ কয়েকবার। স্পিনে দুইজনই কাভারের ওপর দিয়ে ইনসাইড-আউট শট খেলতে পছন্দ করেন।

তামিম স্পিনে সুইপ-রিভার্স সুইপ বেশি খেলেন। কোহলিকে খুব একটা রিভার্স সুইপ করতে দেখা যায় না। তবে ১-২ রান নেওয়ার ক্ষেত্রে তামিম থেকে কোহলি ঢের এগিয়ে। রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে কোহলি যেন অন্য গ্রহের কেউ। ক্যারিয়ারের মাঝপথে এসে দুজনই নিজেদের ব্যাটিংয়ে বড় পরিবর্তন আনেন। ২০১৪ সালে অফ স্টাম্পের বাইরের বলে কোহলির সমস্যা হচ্ছিল। শচিন টেন্ডুলকারের সঙ্গে কাজ করে সমস্যার সমাধান করেন কোহলি। একই সময় ঝুঁকিপূর্ণ শট কমিয়ে খেলে নিজের ব্যাটিংয়ে আমুল পরিবর্তন আনেন তামিম। এরপর থেকে ওয়ানডে ক্রিকেটে তামিমের গড় ৫০ এর নিচে নামেনি।

একই সময় কোহলি নিজের ফিটনেসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনেন। তামিমও ফিটনেস নিয়ে ভাবা শুরু করেন একই সময়ে।

দুজনই সব কন্ডিশনের ব্যাটসম্যান। তামিম ২০১০ সালের ইংলিশ গ্রীষ্মের শুরুতে বড় রান করেছিলেন। গ্রীষ্মের শুরুতে রান করা কত কঠিন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোহলি ক্যারিয়ারের শুরুতে ইংল্যান্ডে ব্যর্থ হলেও ২০১৮ সালে ইংল্যান্ড সফরে পুষিয়ে দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের কন্ডিশনে দুজনই রান করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় কোহলির রেকর্ড দারুণ। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় তামিমের খুব বেশি খেলার সুযোগ হয়নি।

দুই প্রতিবেশি দেশের দুই তারকা ক্রিকেটার আজ একই সঙ্গে অনলাইনে আড্ডা দিতে যাচ্ছেন। আজ রাত সাড়ে ১০টায় তামিমের সঙ্গে ফেসবুক পেজে লাইভ আড্ডায় যোগ দেবেন কোহলি। দুই দেশের এ দুই তারকা ব্যাটসম্যানের আড্ডায় নিশ্চিতভাবেই ক্রিকেট প্রাণ খুঁজে পাবে এই করোনাকালে।

"ভারতের হয়ে না খেললে শেবাগ ১০ হাজার রান করত"

পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের মতে, ভারত ছাড়া অন্য কোনো দলে খেললে শেবাগ টেস্টে ১০ হাজার রান করতে পারতেন।১৯৯৯ সালে ওয়ানডে দিয়ে ভারতের জার্সিতে অভিষেক হয় বীরেন্দ্রর শেবাগের। সীমিত ওভারের খেলায় যোগ্যতা প্রমাণ করেই ২০০১ সালে তাঁর গায়ে ওঠে সাদা জার্সি। ২০১৩ সালে টেস্ট অধ্যায় শেষ করার আগে ১০৪ টেস্টে ১৮০ ইনিংসে মারকুটে এই ব্যাটসম্যানের ব্যাট থেকে এসেছে ৮৫৮৬ রান। ভারতের হয়ে না খেলে অন্য যে কোন দলের হয়ে খেললে শেবাগের রান ১০ হাজারের বেশি থাকত বলে মনে করেন পাকিস্তানের সাবেক উইকেটরক্ষক ও ব্যাটসম্যান রশিদ লতিফ। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন শেবাগ। পরে অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর আগ্রহে ওপেনিংয়ে সুযোগ পেয়ে বনে যান বিধ্বংসী ওপেনার। ওয়ানডে ও টেস্টে অনেক দিন শচীন টেন্ডুলকারের ওপেনিং সঙ্গী ছিলেন। ভারতীয় দলে তখন তারকা ব্যাটসম্যানদের ছড়াছড়ি। শচীন ছাড়াও রাহুল দ্রাবিড়, গাঙ্গুলী, ভিভিএস লক্ষণদের মতো বিশ্বসেরা তারকারা। তাঁদের মাঝে আলাদাভাবে নিজেকে ফুটিয়ে তোলা কঠিন কাজই বটে।শেবাগ তা পারেননি, তা নয়। ভালোই পেরেছেন। তবে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফের মতে, শচীন-গাঙ্গুলীদের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন শেবাগ। নাহলে শেবাগের নামের পাশে টেস্টে ১০ হাজার রান থাকতে পারত বলে মনে করেন লতিফ, ''শেহবাগের রেকর্ড তাঁর হয়ে কথা বলে। টেস্টে আট হাজারের বেশি রান আছে তাঁর। তাঁকে সব সময় কারো না কারো ছায়ায় থেকে খেলতে হয়েছে। শচীন—দ্রাবিড়ের সঙ্গে খেলার সুবাদে তাঁদের ছায়ায় ঢাকা পড়ে থাকতে হয়েছে। অন্য যে কোনো দেশের হয়ে খেললে সে ১০ হাজার রান করতে পারত।'' ভারতীয় দলের ব্যাটিং লাইনআপে তারকার ছড়াছড়ি থাকলেও শেবাগের ব্যাটিংয়ের ধরণই প্রতিপক্ষ বোলারদের কাছে তাঁকে বেশি ভয়ের ।

সৌরভকে আইসিসি সভাপতি দেখতে চান স্মিথ

আইসিসি সভাপতি হিসেবে শশাঙ্ক মনোহরের মেয়াদ ফুরোচ্ছে এ মাসেই। এরপর আইসিসি সভাপতি হবেন কে? নিজের পছন্দ আগেই বলে দিলেন ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা (সিএসএ)পরিচালক ও সাবেক অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি গাঙ্গুলীকে পরবর্তী আইসিসি সভাপতি হিসেবে দেখতে চান স্মিথ।

সিএসএ প্রধান নির্বাহী জ্যাক ফাউলও সৌরভকে সমর্থন দিয়েছেন। ভারতীয় কেউ আইসিসির দায়িত্ব নিলে সমস্যা নেই, জানিয়েছেন তিনি। এদিকে করোনা মহামারির মধ্যে মনোহরের মেয়াদ দুই মাস বাড়তে পারে। স্মিথ এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা জমিয়ে দিলেন। কারণ ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) সাবেক প্রধান কলিন গ্রেভস সভাপতি হওয়ার দৌড়ে আছেন, জানায় সংবাদমাধ্যম।

স্মিথ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ''আমাদের জায়গা থেকে সৌরভ গাঙ্গুলীর মতো ক্রিকেটের কাউকে দেখতে ভালোই লাগবে আইসিসি সভাপতি পদে।

খেলার জন্যই ভালো হবে। সে খেলাটা বোঝে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলেছে।

তাঁর নেতৃত্বটা সবচেয়ে কাজে লাগবে।''দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক এ কথা বলার আগে সৌরভকে সমর্থন দেন ডেভিড গাওয়ারও। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক বলেছিলেন, আইসিসি সভাপতি হওয়ার মতো রাজনৈতিকজ্ঞান আছে সৌরভের।

লিগ শুরুর আগে ৪ সপ্তাহের অনুশীলন প্রয়োজন

দীর্ঘ বিরতির পর তাড়াহুড়ো করে খেলায় ফিরলে খেলোয়াড়দের চোটে পড়ার জোরালো শঙ্কা থাকবে। তাই ফুটবল ফেরানোর আগে লম্বা সময়ের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা দেখছেন ইতালিয়ান ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট দামিয়ানো তোম্মাসি। জানিয়েছেন, পুনরায় সেরি আ মৌসুম শুরুর আগে অন্তত চার সপ্তাহ অনুশীলনের সময় চান তারা।

ইতালিয়ান টিভি চ্যানেল আরএআইকে গত মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে নিজের অভিমত জানান তোম্মাসি।

"চোট এড়াতে অন্তত চার সপ্তাহের অনুশীলন প্রয়োজন, যদিও অনেকে ছয় সপ্তাহের কথা বলছে।"

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত ৯ মার্চ থেকে স্থগিত আছে সেরি আ লিগ। অন্তত ১৪ জুন পর্যন্ত প্রতিযোগিতাটি স্থগিত থাকবে বলে গত সোমবার জানায় ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন।

২০২২ বিশ্বকাপ পর্যন্ত বেলজিয়ামের কোচ মার্তিনেস

বেলজিয়ামের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছেন কোচ রবের্তো মার্তিনেস। ২০২২ বিশ্বকাপ শেষ হওয়া পর্যন্ত দলটির দায়িত্বে থাকবেন ৪৬ বছর বয়সী এই স্প্যানিয়ার্ড।

বেলজিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বুধবার খবরটি নিশ্চিত করেছে।

২০১৬ সালে দায়িত্ব নেওয়া মার্তিনেসের চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২০ ইউরো পর্যন্ত। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে এই টুর্নামেন্ট পিছিয়ে গেছে ২০২১ সালে। আর ২০২২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে কাতারে হওয়ার কথা বিশ্বকাপের পরের আসর।

মার্তিনেসের অধীনে ২০১৮ বিশ্বকাপে তৃতীয় হয়েছিল বেলজিয়াম। বর্তমানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আছে তারা। ইউরো বাছাইয়ে নিজেদের ১০ ম্যাচের সবগুলোই জিতেছে 'রেড ডেভিলস' নামে পরিচিত দলটি।

সাকিব-রাজ্জাককে যমের মতো ভয় পেতেন পিটারসেন

২০১০ সালের দিকে বাঁহাতি স্পিনকে যমের মতো ভয় পেতেন কেভিন পিটারসেন। ঠিক সেই সময়ই চট্টগ্রাম ও ঢাকার উইকেটে সাকিব ও রাজ্জাককে সামলাতে হয়েছে পিটারসনকে।ক্যারিয়ারের শুরুতে শেন ওয়ার্ন, মুত্তিয়া মুরলিধরনের বিপক্ষে দুর্দান্ত কিছু ইনিংস খেলেছিলেন সাবেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান কেভিন পিটারসন।

দীর্ঘদেহী হওয়ায় সামনের পা ব্যবহার করে বিশ্বের বাঘা বাঘা স্পিনারদের লেংথ এলোমেলো করে দিতেন সহজেই।

কিন্তু ডিআরএস আসায় স্পিন খেলায় কৌশলে পরিবর্তন আনতে হয় পিটারসনকে।ব্যাটিংয়ের কৌশল পুরোটাই পাল্টে ফেলতে হয়। ২০১০ সালের কথা, তখন বাংলাদেশে দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে এসেছিল ইংল্যান্ড।

সাকিব আল হাসান ও আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন বাংলাদেশ টেস্ট দলে।

এই দুই বাঁহাতি স্পিনারকেই যমের মতো ভয় পেতেন পিটারসন।সম্প্রতি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে উপমহাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে গিয়ে আসে বাংলাদেশ সফরের প্রসঙ্গ। পিটারসেন বলছিলেন, ''বাংলাদেশ এমন একটা জায়গা যেখানে খেলা সত্যিকার অর্থেই কঠিন। তাদের বাঁহাতি স্পিনারদের খেলা আমার জন্য বেশ কঠিন।

তাদের প্রত্যেক বোলারই যেন বাঁহাতি স্পিনে পাকা। সেখানকার বিমানে উঠেও মনে হয়েছে সবাই বাঁহাতি স্পিন বোলিং চর্চা করছে। বাংলাদেশ নিয়ে ভাবতে গেলেই আমার সামনে বাঁহাতি স্পিনার ভেসে উঠত (হাসি)।''

তবে ২০১০ সালে বাঁহাতি স্পিনে দুর্বলতা থাকলেও চট্টগ্রাম ও ঢাকা টেস্টে ৯৯ ও অপরাজিত ৭৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন সাবেক এই ইংলিশ ব্যাটসম্যান। পরে ভারতীয় কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়ের সাহায্যে বাঁহাতি স্পিন সমস্যার সমাধান করেন পিটারসেন।

সন্ধ্যান চাই

Ref. Ramnagar TOP GDE No. 05 Dated 19/11/2020

পাশের ছবিটি শ্রী পরিমল বিশ্বাস পিতা শ্রী জিতেন্দ্র বিশ্বাস, সাং- দক্ষিণ বড়জলা, থানা পশ্চিম আগরতলা, বয়স- ২৭ বছর গায়ের রং শ্যামলা, উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি চেহারা গোলাকার পরনের কাল রঙের পেন্ট ও কাল রঙের হাফ টি সার্ট গত ৮/১১/২০২০ইং তারিখ অনুমানিক সকাল ৬টা সময় নিজ বাড়ি হয়তে কাউকে না বলে চলে যায়। অনেক খোঁজা খোজি করার পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) পশ্চিম আগরতলা থানা - ০৩৮১ ২৩৮ ৫৭৬৫

ICA/D-878/20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ মহিলার নাম শ্রীমতি পূর্ণ লক্ষ্মী দেববর্মা, বয়স ২৮ বৎসর, স্বামী-শ্রী রঞ্জিত মারাক, গ্রাম ঃ- নাইলাহা বাড়ি, থানা- আমবাস, জেলাঃ ধলাই, উচ্চতা - ৫ ফুট, গায়ের রঙ- শ্যামলা, উক্ত মহিলা গত ৩০/১০/২০২০ইং তারিখে কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়। এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোজা খুজির পরও তাহাকে খোঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। উক্ত বিষয়ে আমবাসা থানায় গত ০৬/১১/২০২০ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং - ২২, উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। উক্ত নিখোঁজ মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

যোগাযোগ - পুলিশ সুপার, ধলাই জেলা, আমবাসা,
দুরভাষ- ০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)
০৩৮২৬ ২৬৭২৫৮ (অফিস) ৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
৮৭৩১৮০০৪৭৭ (মোবাইল)

ICA/D-876/20

পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা

CANCELLATION ORDER

he Press Notice Inviting Tender No.PNIT NO: e-PT-XX/EE/RD/STB12020-21 DATED-28110/2020 & subsequent DNIT` No: 69/EE/RD/STB/DN I T/2020-21. Dt.-28/10/2020, DNIT No: 701EE/RD/STB/DN IT/2020-21. Dt.-28/10/2020, DNIT No: 71/EE/RD/STB/DNIT/2020-21. Dt. -28/10/2020, DNIT No: 721EE/RD/STB/DNIT/2020-21. Dt. -28/10/2020 & DNIT No:73/EE/RD/STB/DNIT/2020-21. Dt. -28/10/2020, which was floated for the purpose of Construction of Girls Toilet under SPMRM Scheme at Abhoynagar HS School/ at IC Para High School / at Matai HS School/ at East Rajnagar High School/ at Gajaria High School, under Hrishyamukh RD Block is hereby cancelled due to fund placed with EE,PWD(R&B) , Belonia., Vide Memorandum No. F.10 (56)-DMIS/MGNREGAIRURBAN/2019- 20/300 Dated.3111012020 from DM & Collector, South Tripura, Belonia. Accordingly, the above mentioned DNIT of aforesaid works is hereby cancelled in order to proper response to the intending bidders.

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura

ICA/C-2151/2020-21

PNIe-T No:- 101/EE/PANDMWSVAMB/2020-21 Date 12-11-2020

e-Tender in 2(two) bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	DNIe-T No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Time for Completion	Deadline for online bidding	me & date of pre-Bid conference	Website for online bidding	Time & date of opening of online technical bid	Tender Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	17/CE/PWD(DWS)/2020-21	JJM/BADP/NITI-AYOG/RIDF scheme in Dhalai District during the year 2020-21/SH: Drilling & Development of 10 (ten) Nos. Deep Tube Wells at different places of Dhalai District with departmental high capacity direct rotary drilling rig and other machineries and with ERW pipes, pea-gravels etc. to be supplied by the agency.	` 3,39,17,336.00	` 3,39,173.00	300 (Three Hundred) days	Upto 3.00 P.M on 03-12-2020	At 12.00 A.M 21-11-2020	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M on 04-12-2020	` 5000.00

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website wmi.r.tripuratenders.gov.in For details please visit www.triptiratenclers.g.,w.in and for any query please contact:- 03826-267-230 / 9436355955 * To be filled up by the concerned Executive Engineer.

Executive Engineer
DWS Division,
Ambassa, Dhalai,
Tripura dt. 12-11-2020

ICA/C-2134/2020-21

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION
No. 03/SNIQ/EE/WRD-VII/PTL/2020-21, dt.16.11.2020.

The Executive Engineer, Water Resource Division No.-VII, Pecharthal, Unakoti, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Unit rates of the following items from bonafied contractors / suppliers / manufacturers up to 3.00 P.M. on 23 /11 /2020.The Quotation will be opened on the same day at 3.30 PM, if possible.

SL. No.	Particulars	Unit	Rate with mechanical carring up to 20 Km from Block Head Qtr.	Rate, with out mechanical carring.	Locations.
1	2	3	4	5	6
01	River Sand, free from clay and other foreign materials.	Cum	₹..... (Rupees.....)		Damcherra Block area under North Tripura District.

The notice can also be seen at website: www.tripura.nic.in / www.tripurainfo.com. FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.

(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer Water Resource
Division No - VII Pecharthal,
Unakoti, Tripura.

ICA/C-2140/2020-21

বুধবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ের সামনে ১৪ বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছবি-নিজস্ব।

তপশিলি জাতি অংশের মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। তপশিলি জাতি রাজ্যভিত্তিক উপদেষ্টা কমিটির এক সভা আজ সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, তপশিলি জাতি অংশের মানুষের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সবদিক থেকে এই অংশের মানুষের সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে সামনের সারিতে নিয়ে আসার জন্য সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। তপশিলি জাতি অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ এই অংশের মানুষের কল্যাণের জন্য যথাযথভাবে ব্যয় করার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর ছাড়াও অন্যান্য দপ্তরে বরাদ্দকৃত অর্থের ন্যূনতম ১৭ শতাংশ যাতে তপশিলি জাতি অংশের মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয় তারজন্য বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় তপশিলি জাতি রাজ্যভিত্তিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস, বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, বিধায়ক রঞ্জিৎ দাস, বিধায়ক আশিস দাস, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার ও অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনায় অংশ নেন। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব জে কে সিনহা, প্রধান সচিব এস আর কুমার, সচিব সৌম্যা গুপ্তা, সচিব সহদেব দাস, সচিব তনুশ্রী দেববর্মা, সচিব অপূর্ব রায়, সচিব সি কে জমাতিয়া, সচিব বিশ্বজিৎ পালিত, বিশেষ সচিব পি কে গোয়েল, বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দা, পি সি সি এফ ড. ডি কে শর্মা ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় কৃষি, বন, প্রাণী সম্পদ বিকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তর তপশিলি জাতি অংশের মানুষের কল্যাণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তপশিলি জাতি অংশের মানুষের আর্থ-সামাজিক মান কিভাবে আরও উন্নত করা যায় তারজন্য প্রতিটি দপ্তর প্রধানকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করার জন্য সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরকে নোডাল দপ্তর হিসেবে তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচির মূল্যায়ন করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সদস্যাগণ। এছাড়াও এদিনের সভায় বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত এস সি ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপের সুবিধা প্রদান করার বিষয়টি উত্থাপিত হয় এবং আলোচনা করা হয়।

সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে যাতে মানুষ ভালোভাবে জানতে পারেন ও প্রকল্পগুলির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন এজন্য সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এজন্য প্রতিটি গ্রাম প'ায়েতে গ্রামসভা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এদিনের সভায় উপস্থাপন করা তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এস সি সাব প্ল্যানে তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে ৬৭১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তপশিলি জাতি কল্যাণ, কৃষি, বন, মৎস্য, গ্রামোন্নয়ন শিল্প ও বাণিজ্য, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা প্রাণী সম্পদ বিকাশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হর্টিকালচার ইত্যাদি ৩৬টি দপ্তরের মাধ্যমে তপশিলি জাতি অংশের মানুষের কল্যাণে এই অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।

কৈলাসহরে কংগ্রেসের বিক্ষোভ প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের গৌরনগর ব্লক এলাকায় কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির সঙ্গে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে স্বজনপোষণের প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে কৈলাশহর এর ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টারের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে গৌরনগর এলাকা কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিকে অবজ্ঞা করে অনির্বাচিত লোকজনরা বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নাম নির্বাচন করে চলেছে। এ ধরনের কার্যকলাপকে অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।এ ধরনের অবৈধ এবং অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে কৈলাশহর এর ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টারে সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। অবিলম্বে এ ধরনের অনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে।নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নাম নির্বাচন এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য দাবি জানানো হয়েছে।আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।কংগ্রেস দলের প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কৈলাশহর এর তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এবং টিএসআর মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

নাগেরজলায় বেড়া কেটে দোকানে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। গতকাল গভীর রাতে রাজধানীর নাগের জলা এলাকায় একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। জানা যায় মঙ্গলবার গভীর রাতে নাগেরজলায় প্রদীপ দত্তের দোকানে চোরেরা হানা দেয়। দোকান ঘরের বেড়া কেটে চোর ভেতরে প্রবেশ করে।দোকান থেকে কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকার জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়েছে বলে দোকানের মালিক প্রদীপ দত্ত জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে অরুন্ধতী নগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ জানানো হলেও দীর্ঘক্ষন পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে নি বলে দোকানের মালিক অভিযোগ করেছেন। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে স্থানীয় জনগণ এবং ব্যবসায়ীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য কিছুদিন পর পরই নাগের জলা সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে।পুলিশি টহলে দুর্বলতা থাকার সুযোগে কাজে লাগিয়ে চোরের দল এসব চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে বলেও অভিযোগ।পুলিশ ঠিকভাবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

জাতীয় যক্ষা দূরীকরণ কর্মসূচিতে প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের প্রশিক্ষণ

কৈলাসহর, ১৮ নভেম্বর।। ঊনকোটি জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে জাতীয় যক্ষা দূরীকরণ কর্মসূচিতে (এন টি ই পি) প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দুই দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবির গত ১৭ ও ১৮ নভেম্বর কৈলাসহরে অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১৬ জন কমিউনিটি হেলথ অফিসার (সি এইচ ও), ১ জন ফার্মাসিস্ট এবং ১ জন মাল্টিপারপাস সুপারভাইজার (এম পি এস)-কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শরদিন্দ রিয়াং। তাছাড়া রিসোর্সপার্সন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা টি বি অফিসার, ঊনকোটি ডাঃ নবজ্যোতি চাকমা এবং টি বি প্রকল্পের সিনিয়ার ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজার (এস টি এস) অনুরাজ সাহা এবং অমিত দেবনাথ।

টেকনিক্যাল এণ্ড অপারেশনাল গাইডলাইন ফর টিবি অনুসারে এবং নতুন সমস্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে জাতীয় টিবি নির্মল কর্মসূচি ২০২৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা, নিক্ষয় পোষণ যোজনা, রোগীদের প্রতিদিন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তত্ত্বাবধানে ঔষধ খাওয়া, কফ পরীক্ষা করার সুযোগ, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়। তাছাড়া যক্ষা রোগ, রোগের বিভিন্ন লক্ষণ, ফুসফুসে টি বি এবং ফুসফুস বহির্ভূত টি বি-র চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ধাপে ধাপে সমস্ত এম পি এস, এম পি ডব্লু ও ফার্মাসিস্টদের ৬টি ব্যাচে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ সমিতি উনকোটি জেলার তরফে জানানো হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মোহনপুরে ও বি সি শংসাপত্র বণ্টন বিষয়ক প্রশাসনিক শিবির

মোহনপুর, ১৮ নভেম্বর।। মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ মোহনপুর পুরপরিষদ অফিস প্রাঙ্গণে ও বি সি শংসাপত্র বণ্টন বিষয়ক এক প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই প্রশাসনিক শিবিরের উদ্বোধন করেন। শিবিরের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। এই নীতি নিয়ে সরকার রাজ্যের সার্বিক বিকাশে কাজ করছে। তিনি বলেন, এস টি, এস সি, ও বি সি বিবাহ নিবন্ধীকরণ, পি আর টি সি এ জাতীয় শংসাপত্র পেতে যাতে মানুষকে হয়রানি হতে না হয় তারজন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যাতে এসমস্ত শংসাপত্র মানুষ সহজেই পেতে পারেন তারজন্য মহকুমা শাসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী গত আড়াই বছরে রাজ্যে ও বি সি কল্যাণে যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে তা তুলে ধরে বলেন, প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ১৩ জনকে। পোস্ট-মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে ৩১ হাজার ৩৩ জনকে। ড. বি আর আম্বেদকর মেমোরিয়াল মেরিট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে ১২ হাজার ৭৩ জনকে।

শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রসূন দে, সমাজসেবী সমীর র'ন ঘোষ। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, মোহনপুর প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপার্সন রাকেশ দেব, মোহনপুর ব্লকের বিডিও শুভবত ভ-াচার্য ও সমাজসেবী মিঠুন ঘোষ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী প্রভাত দেবনাথ। শিবিরে মোহনপুর মহকুমা প্রশাসন থেকে মোহনপুর পুরপরিষদ ও মোহনপুর ব্লক এলাকার ১,১৫৭ জনকে ও বি সি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে।

এইডস বিষয়ক সচেতনতা নিয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। এইডস বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ক্যইজকে কাজে লাগাতে হবে। ক্যইজের মধ্য দিয়ে এইডস বিষয়ক সচেতনতা ছাত্রছাত্রী ও যুবক যুবতীদের মধ্যে খুব সহজেই পৌঁছে দেওয়া যায়। ক্যইজের মধ্য দিয়ে এইডস বিষয়ক বিভিন্ন জি'াসার কৌতূহল মেটানো সম্ভব হয়। আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি নির্দেশিত ও ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি পরিচালিত রাজ্যভিত্তিক ক্যুইজ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুষ্ঠানে একথা বলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকারের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডাঃ তপন কুমার দাস, দপ্তরের জনসংযোগ আধিকারিক পারিজাত দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির প্রকল্প অধিকর্তা ডাঃ পি কে মজমদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার সহকারি প্রকল্প অধিকর্তা ডাঃ সঞ্জয় রুদ্রপাল। উল্লেখ্য, গত ১৩ নভেম্বর আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রাথমিক স্তরে ক্যইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১১৫টি দল অংশ নেয়।

ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের ছাত্র দেবাঞ্জন মজমদার এবং অয়ন সরকার। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী কৃতিকা মজমদার ও অনন্যা দাস এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সায়ন সরকার ও এন আই টি-র ছাত্র অপূর্ব দেবনাথ। ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রথম স্থানাধিকারীদের ১৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের ১০ হাজার টাকা এবং ত'তীয় স্থানাধিকারীদের ৫ হাজার টাকা পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম স্থানাধিকারী দলটি কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য আঞ্চলিক পর্যায়ের ক্যুইজে অংশগ্রহণ করবে। কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য আ'লিক প্রতিযোগিতায় যে দলটি সর্বসেরা নির্বাচিত হবে, সেই দলটিকে দিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য সর্বভারতীয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। কলকাতা এবং দিল্লি দুটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই নির্বাচিত দলের যাতায়াত এবং থাকা খাওয়ার খরচ বহন করবে এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

রাবার গোডাউনে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ নভেম্বর।। মধুপুর আদর্শ কলোনিস্থিত রাবার গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাস্থলে বিশালগড় দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন। আগুনের সূত্রপাত জানা যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক পাঁচ লক্ষাধিক টাকা। অপরদিকে জানা যায় রাবার গোডাউন মালিকের নাম নাগ দিরাজ দত্ত। বাড়ি আগরতলা। রাবার বাগান দেখাশোনা করেন ম্যানেজার।

সোনামুড়ায় চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। সোনামুড়া থানার পুলিশ চুরি যাওয়া একটি বাইক উদ্ধার করেছে। সোনামুড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর বিকাশ দেববর্মার নেতৃত্বেঅভিযান চালিয়ে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সোনামুড়া আড়ালিয়া থেকে বাইকটির চুরি হয়েছিল।এ ব্যাপারে সোনামুড়া থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপর থেকেই পুলিশ নড়েচড়ে বসে। বাইকটি উদ্ধার করার জন্য পুলিশের তৎপরতা শুরু হয়।অভিযান চালানোর সময় পুলিশ একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে বাইকটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করা সম্ভব হলেও ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। আশঙ্কা করা হচ্ছে বাইকটি বাংলাদেশের পাচার করার জন্যই সেখানে রেখেছিল চোরেরা। পুলিশ তৎপরতা চালিয়ে ব্যক্তি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পাচারের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়েছে।উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে গত বেশ কিছুদিন ধরেই বাইক চুরির ঘটনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এসব বাইক চুরি করে সীমান্তপথে বাংলাদেশে পাচার করছে চোরেরা।বাইক চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে।পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে। গত কিছুদিনের মধ্যে অভিযান চালিয়ে পুলিশ বেশ কয়েকটি বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সুনামুরা থানার সাব-ইন্সপেক্টর বিকাশ দেববর্মা জানিয়েছেন।

কুমারঘাটে গাঁজা বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে।প্রায় ৫ হাজার গাজা চারা কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে। পানিসাগর থানার ওসি এবং কুমারঘাট এর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর নেতৃত্বে পুলিশ এবং বিএসএফ বাহিনীর যৌথ অভিযান চালিয়ে তুলারাম পাড়ায় গাঁজার বাগান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। কুমারঘাট এর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল তুলারাম পাড়ায় অবৈধভাবে গাঁজার চাষ হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তারা যৌথ অভিযান চালান। অভিযান চালাতে গিয়ে সাফল্য পেয়েছেন তারা। প্রচুর কাজ আর যারা ধ্বংস করা সম্ভব হলেও গাঁজা চাষীদের আটক করা সম্ভব হয়নি। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গাজা চাষিরা পালিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন এ ধরনের গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।পেচারথল থানা এলাকায় আরও কোথায় গাঁজা চাষ হচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।উল্লেখ্য রাজ্য সরকার গাঁজা চাষ বেআইনি ঘোষণা করা সত্ত্বেও একাংশের অতি মুনাফালোভী লোকজন ঝুঁকি নিয়ে গাঁজার চাষ করে চলেছে।গাঁজা চাষ অত্যন্ত লাভজনক হওয়ার কারণেই ঝুঁকি নিয়ে গাঁজা চাষ করা হচ্ছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যে উৎপাদিত এসব গাজা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশসহ বিভিন্ন রাজ্যে পাচার হয়ে থাকে।

২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘটকে সমর্থন কর্মচারী সমন্বয় সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় সমিতি আগামী ২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে।ধর্মঘটের সমর্থন জানিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে বুধবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়।সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় সমিতির সভানেত্রী মহুয়া রায় এবং সাধারণ সম্পাদক স্বপন বল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।কর্মচারী সমন্বয় সমিতির সভানেত্রী মহুয়া রায় বলেন ১০ দফা দাবিতে আগামী ২৬নভেম্মর দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘট কে সমর্থন করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন তিনি। মহুয়া রায় বলেন দেশের সরকার জনগণের উপর যেভাবেনানা জটিল বিষয় চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের রাজত্বে দেশের জনগণ নিরাপদ নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে আগামী ২৮ নভেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।কর্মচারী সমাজসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণকে ধর্মঘটে সামিল হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যের জনগণকে সার্বিক ভাবে ধর্মঘট সফল করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

অনির্দিষ্ট কালের জন্য গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি রাস্তা অবরোধ করল আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৮ নভেম্বর।। এডিসি ভোটের প্রাক মুহূর্তে সরকারের শরিক দল আইপিএফটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি রাস্তা অবরোধে বসে। মূলত রাস্তা সংস্কার এবং রইস্যাবাড়ি এলাকায় একটি খাদ্য গুদাম চালু করার দাবিতে এই দিন রইস্যাবাড়িতে আইপিএফটি দলের কর্মী সমর্থকরা গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি রাস্তার দিনরাম পাড়া চৌমনি এলাকায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য পথ অবরোধে বসে। বিগত দিনে এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার রাস্তা অবরোধ করা হয়েছিল। তখন আধিকারিকদের কাছ থেকে বার বার প্রতিশ্রুতির কথা শুনে এলাকাবাসীরা রাস্তা অবরোধ তুলে নিত। তবে কাজের কাজ কিছুই হত না। আইপিএফটি নেতৃত্বদের বক্তব্য বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে রইস্যাবাড়ি রাস্তার বেহাল দশা সত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন হেলদোল নেই।

বিশেষ করে বর্ষার সময় এই রোড়ে যাতায়াত ব্যবস্থা এক প্রকার অচল হয়ে পড়ে। তখন রেশন সামগ্রী সরবরাহ গোটা রইস্যাবাড়িতে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এই অবস্থা বছরের পর বছর ধরে চলছে। এরপরও সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না। তাই মঙ্গলবার থেকে শুরু হয় তাদের অনির্দিষ্ট কালের রাস্তা অবরোধ। আইপিএফটি দলের নেতৃত্বরা জানান যতক্ষন না পর্যন্ত ধলাই জেলার জেলা শাসকের উপস্থিতি কাজ শুরু না হবে ততদিন পর্যন্ত তাদের অনির্দিষ্ট কালের অবরোধ চলবে। তবে এবার এডিসি ভোটের মুখে সরকারের শরিক দল আইপিএফটির অনির্দিষ্ট কালের পথ অবরোধ নিঃসন্দেহে শাসক দলকে কঠিন একটা চেলেঞ্জের মধ্যে পেলে দিয়েছে তাহা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধর্মনগরের পুরনো টাউন হলের নতুন নাম অর্ধেন্দ ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবন

আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। ধর্মনগর শহরের পুরনো টাউন হলের সংস্কার করে অর্ধেন্দ ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবন নামে নামকরণ করা হয়েছে। নবরূপে সাজানো এই টাউন হলের আজ উদ্বোধন করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচর্য।অর্ধেন্দ ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনের উদ্বোধন করে উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন প্রয়াত চিত্রশিল্পী ও নাট্যব্যক্তিত্ব অর্ধেন্দ ভট্টাচার্যের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। উপাধ্যক্ষ বলেন, অর্ধেন্দ ভট্টাচার্য মেঘালয়ে থাকাকালীন 'মানিক রাইতং' নামে একটি সিনেমাও নির্মাণ করেন। পুরনো টাউন হলটি তাঁর নামে নামকরণ করায় ধর্মনগর তথা রাজ্যের মানুষ তাঁর সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে উৎসাহিত হবেন। তিনি জানান, করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে উত্তর জেলার ৬২ জন শিল্পীকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন ধর্মনগরে সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞের প্রসারে এই হলটি সঠিকভাবে কাজে লাগানো হবে। প্রধান অতিথির ভাষণে জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস ধর্মনগরে সংস্কৃতি চর্চার বিকাশে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভ-াচার্য, ভাইস চেয়ারপার্সন মানিক লাল নাথ, বিশিষ্ট সামাজসেবী শ্যামল নাথ প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধর্মনগর পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক কমলেশ ধর। অনুষ্ঠানে শিল্পী অর্ধেন্দ ভট্টাচার্যের পরিবারের সদস্য পার্থজিৎ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, পুরনো টাউন হলটি সংস্কার করতে এখন পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৮ লক্ষ টাকা।

আমবাসা-গণ্ডাছড়া সড়কে টি আর টি সি বাস পরিষেবার সূচনা

আমবাসা, ১৮ নভেম্বর।। আমবাসা-গণ্ডাছড়া সড়কে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের যাত্রীবাহী বাস পরিষেবার আজ সূচনা হয়েছে। আমবাসা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আমবাসা মোটর স্ট্যাণ্ডে এ বিষয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, এই রোডে সরকারি বাস পরিষেবা দেবার জন্য জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল। আজ সেই প্রতিক্ষার অবসান হল। তিনি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, কেবলমাত্র সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেই রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করছে না, রেল বিমান পরিষেবা প্রভ'তির উন্নতির জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক পরিমল দেববর্মা বলেন, এক সময় সড়ক পরিবহণ নিগম লাভজনক সংস্থা ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন অবহেলার ফলে এই সংস্থাটি প্রায় নিক্রিয় হয়ে পড়ে। সরকার এই সংস্থাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। এখন থেকে প্রতিদিন সকালে আমবাসা থেকে বাস গণ্ডাছড়ার উদ্দেশ্যে ছাড়বে এবং বিকালে গণ্ডাছড়া থেকে ফিরে আসবে। ভাড়া ৪০ টাকা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন আমবাসার মহকুমা শাসক জে ডি দোয়াতি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক, সমাজসেবী সন্দীপ পাল প্রমুখ।

'চাইল্ড লাইন সে দোস্তি'

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ নভেম্বর।। বুধবার সকালে ডি এম ও কালেক্টর সিপাহীজলা জেলা কার্যালয়ের সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে চাইল্ড লাইন সে দোস্তি মোবাইল ভ্যান লঞ্চ কর্মসূচি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, অতিরিক্ত জেলা শাসক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক ডাক্তার চন্দ্রানী বিশ্বাস এবং অ্যাডিশনাল এসপি সহ অন্যান্য অতিথিরা। মোবাইল ভ্যান লঞ্চ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে ডাক্তার চন্দ্রানী বিশ্বাস বলেন বাল্যবিবাহের বাল্য নির্যাতন নিষিদ্ধকরণ, শিশু অধিকার, অত্যাচারিত শিশু, ঘর পালানো শিশু, চিকিৎসা প্রার্থী শিশু, হারিয়ে যাওয়া শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা প্রদানের জন্য সিপাহীজলা জেলা এবং চাইল্ড লাইন পাশে আছে এবং থাকবে। তাছাড়াও দুদিন ধরে চলবে জেলাজুড়ে চাইল্ড লাইন সে দোস্তি মোবাইল ভ্যান করে প্রদত্ত পরিষেবাদি সম্পর্কিত অডিও বার্তা প্রদর্শন এবং ঘোষণা করবেন। ঐদিন অনুষ্ঠানে শিশু, সাধারণ মানুষ এবং অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্য করার মতো।

জিবি হাসপাতালে ইসিজি পরিষেবা স্তব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গতকাল ধরে ইসিজি পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে করানোর কাজে নিযুক্ত করে ডিউটিতে আসেন না। সে কারণেই ইসিজি পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ।রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালে ইসিজি পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষ ভোগান্তির সম্মুখীন হয়েছেন। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালের একজন মাত্র ইসিজি কর্মী দিয়ে চালানোর ঘটনায় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।পক্ষকাল ধরে ইসিজি পরিষেবা বন্ধ হয়ে থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে এ বিষয়ে এখনও স্পষ্টীকরণ দেওয়া হয়নি। খোঁজখবর নিয়ে যতদূর জানা গেছে ইসিজি মেশিন সহ যাবতীয় ব্যবস্থা সচল রয়েছে। একমাত্র টেকনিশিয়ানের অভাবে পরিষেবা বন্ধ হয়ে রয়েছে।এ ধরনের ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়েও নানা মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অবিলম্বে জিবি হাসপাতালে ইসিজিপরিষেবা চালু করার জন্য রোগী সাধারণের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

যুব সম্পদায়কে আত্মনির্ভর করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে ঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। নেহেরু যুব কেন্দ্র-র ব্যবস্থাপনায় আজ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের কনফারেন্স হলে নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের রাজ্যভিত্তিক ইয়থ প্রোগ্রামের উপদেষ্টা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্যভিত্তিক ইয়থ প্রোগ্রামের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান তথা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। সভায় ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, যুব সম্পদায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের আত্মনির্ভর করার উদ্যোগ নিতে হবে। স্ব-নির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। সভায় নেহেরু যুব কেন্দ্রের ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকর্তা শ্যাম সুন্দর ক্যাশপ

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।